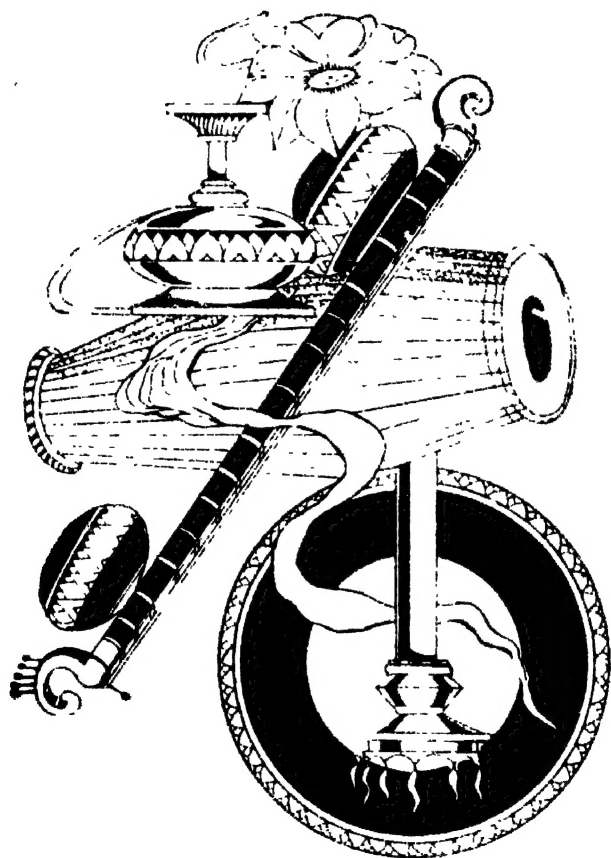


# चाणी





## প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

কাহাবও বাণী গড়ে, কাহাবও পড়ে, কাহাবও বা  
সঙ্গীতে অভিযুক্ত। বঙ্গনীকাস্তুর কাহপদাবলী কেবল  
সঙ্গীত। এই কথা বলিবাব জন্মই এই সংক্ষিপ্ত নীরস  
গত্বেব অবতারণা।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

‘বাণী’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে। কবি কর্তৃক  
নানাভাবে পবিবদিত ও পরিবদিত দ্বিতীয় সংস্করণ [ ১৯০৬ ]  
পববর্তী কালে খণ্ডিত হইয়াছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের  
‘প্রকাশক শ্রীসনৎকুমার গুপ্তেব সহায়তায় সমগ্র পুস্তকের পাঠ  
সংস্কার করিয়া এই পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশ করিলাম।

বাসন্তী পঞ্চমী }  
১৩৫৯ বঙ্গাব্দ }

প্রকাশক

## নিবেদন

‘বাগী’র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে ; এজন্য সাধারণের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ ।

এই সংস্করণে কয়েকটি নূতন সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট কবিতা, কিছু পুস্তকের গুল্যবৃদ্ধি কবি নাই ।

এবার বাগিনী ও তাল সংযোগ করিয়া দিলাম, ভবসা কবি সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিগণের স্বস্বযোগেব সুবিধা হইবে ।

আবশ্যকবোধে কয়েকটি সঙ্গীতেব স্থানে স্থানে সংশোধন করা হইয়াছে ।

৫ অংপ্রণীত কয়েকটি জাতীয়সঙ্গীত এ সংস্করণেব পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট করিলাম ।

রাজসাহী  
১৩১২ সাল, মাঘ }

প্রবন্ধকার

## সূচিপত্র

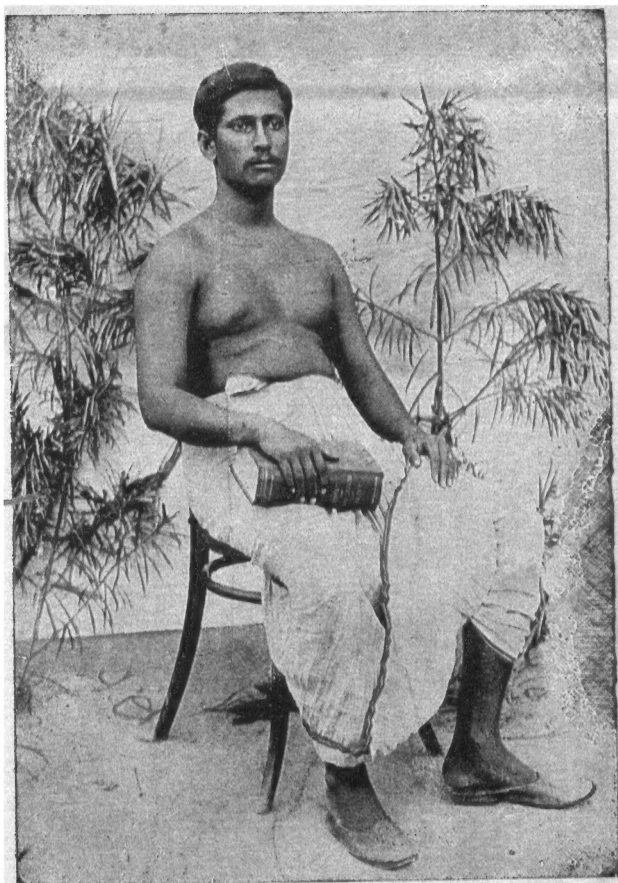
আ. যা কব, বাবা, আশ্বে, দীরে,— চজ্জি গুলি ।	...	৮৬
আজি, শিথিল সব ইন্দ্রিয়, [ আশু ভিক্ষা ]	...	৪৬
আমরা নেহাৎ গবীর, আমরা নেহাৎ ছোট [ আমরা ]	.	৭৫
আমি ) অরুণে অধম ব'লেও তো, কিছু ককণাময় ]	.	১৭
আমি তো তোমাবে চাহিনি জীবন, সখা	...	১৪
( আমি ) দেপছি জীবন ভ'ল চাহিয় কত, [ আব চাহিব না ]		২৮
আমি পান হ'তে চাই, কিছু হ'ল না		২২
( আমি ) বাহা কিছু বশি— তিনকড়ি ম'য়া ।		৭৭
আশ ছুটে ভাই, হিন্দু মুসলমান । মিলন		৬০
আব বিসেব শঙ্কা, মা'ভঃ	...	১০৫
আর আমি থাকবো নাবে, বিদায়		১০২
আর কি আমাকে দিতে পারে সে মনোবেদনা ? [ চিব-মিলন		৭২
আর কি ভাবিস মাঝি ব'সে ? [ বেলা যায়	...	৭৬
এমন সোণার বা'লা [ বঙ্গ-বিভাগ ]	..	১০৬
এস এস কাছে, দূবে কি গো সাজে, সকল মবণ ।		৭১
ঐ অভভেদি-বলশৃঙ্গে উদ্বোধন	...	১০৭
ওই, ববিব যবনিকা তুলিয়া, মোরে প্রভু, [ মুক্তিকামনা ]		১৫
( ওয়া )—চাহিতে জানে না, দয়াময় । [ প্রার্থনা ]		২১
কণ্ঠাদায়ে বিব্রত হ'য়েছ বিলক্ষণ, [ বয়ের দর ]	..	৮৮

কবে হবে তোমাতে আমাতে সন্ধি . [ দম্পতীর বিরহ—পত্র ]	২৭
কার কোলে ধরা লভে পরিণতি [ আশ্রয় ]	২৩
কুলু কুলু কুলু নদী ব'য়ে যায় রে ভাই ! [ কল্লোল-গীতি ]	৪০
কেমন বিচার ক'চ্ছে গোরা ! [ বিচার ! ]	১০৫
কোন্ শুভগ্রহালোকে, কি মঙ্গল-যোগে, [ সফল-মুহূর্ত ]	৩২
কোলের ছেলে, ধুলো ঝেঁড়ে, তুলে নে কোলে, [ খেলা-ভঙ্গ ]	৩৭
জয় জয় জনমভূমি, জননি ! [ জনমভূমি ]	৭
জয় নিখিল-স্বজনলয়কারী, নিরাময় । [ জয় দেব ]	৩২
ভাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে [ নিকরুর ]	৫৭
তব, করুণা-অমিয় করি' পান,—[ পরিবেদনা ]	১৬
তব, চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-বরণী সরসা [ শক্তি-সঞ্চার ]	৬
তব, শাস্তি-অরুণ-শাস্ত-করুণ [ উষা-বিকাশ ]	২৭
তাই ভালো, মোদের [ তাই ভালো ]	৭৪
তরি, মঙ্গল আরতির বে'জে উঠে শাক ! [ হৃদয়-কুসুম ]	২৯
তুমি, নির্মল কর, মঙ্গল করে [ নির্ভর ]	১২
তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ, ' তোমারি ]	২২
তোরা আয়রে ছু'টে আয় ; [ উদ্দীপনা ]	১০৯
থ'রে তোল, কোথা আছ কে আমার ! [ আশা ]	১১
নমো নমো নমো, জননি বঙ্গ ! [ বঙ্গমাতা ]	৪৫
নয়নের বারি নয়নে রেখেছি, [ অসময়ে ]	৬৮
নাথ, ধর হাত, চল সাথ, [ আশ্রয়-ভিক্ষা ]	৩৮
নীল সিঁদু ওই গর্জে গভীর ; [ সিঁদু-সঙ্গীত ]	৪২
পল্লব-লালসে, অবশ অঙ্গুরী, [ মামিনী ]	৭০

পীযুষ সিঞ্চিত-সমীর-চঞ্চল [ বাণী ]	...	৫
প্রাণের পথ ব'য়ে গিয়েছে সে গো ; [ পদাঙ্ক ]	...	৬৩
প্তিয়ে, হ'য়ে আছি বিরহে হসন্ত, [ দম্পতীর বিরহ—উত্তর ]	...	৯৬
প্রেমে জল হ'য়ে যাও গ'লে, [ শুদ্ধ প্রেম ]	...	৫২
কুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে । [ ছিন্ন মুকুল ]	.	৬৭
ফুলার কল্ল হকুম জারি,—[ হকুম ]	..	১১০
বিধাতা আপনি এসে [ শেষ কথা ]	...	১১১
বিবেক বিমলজ্যোতিঃ, [ এস ]	...	৩৩
( বেহাই ) কুটুস্থিতেব স্থলে, বউ দেবো না ব'লে, [ বেহায়া বেহাই ]		২০
মধুব সে মুখ থানি কখনও কি ভোলা যায় ! [ সেই মুখ থানি ]		৬৪
ভাবতক্যাবানিকুলে—[ উদ্বোধন ]	...	১
মাসো, <del>আমার</del> সকলি ভ্রান্তি । [ মাচা ]	...	৩৫
( মাংগো ) এ পাতকী ডুবে যদি যায়, [ মোহ ]	...	৩৬
মানুষেব মধো শ্রেষ্ঠ সেই, [ জেনে রাগ ]	...	৮০
মায়েব দেবো মোটা কাপড় [ সংকল্প ]	..	৭৬
যবে, স্বজনবাসনা-কণা, [ বিশ্ব-রচনা ]	...	২৫
যা' হয়েছে, হচ্ছে বা', আর যা' হবে, [ পরিণাম ]	..	৫১
যে দিন উপজিবে শ্বাসকষ্ট,—[ শেষাদশ ]	.	৪৮
যে দিন তোমারে হৃদয় ভরিয়া ৬দি, [ প্রেমারঞ্জন ]	..	৩০
যেমন, তীব্র জ্যোতির আধার ববি'র, [ বহিরন্তর ]	...	৩১
যোগ কর প্রাণ মনে.—[ যোগ ]		৫৩
রূপসি নগর-বাসিনি ! [ বার্থ প্রতীক্ষা ]	...	৬৯
রে তাঁতী ভাই, একটা কথা মন লাগিয়ে শুনি ; [ তাঁতী ভাই ]		৬২

লোকে বলিত তুমি আছ, [ ভ্রান্তি ]	১৮
শ্রামল-শ্রম-ভরা । [ ভারতভূমি ]	৮
সখিরে । মরম পরশে তারি গান [ পূর্ব-রাগ ]	৬৬
সম্পদের কোলে বসাইয়ে, হবি, 'স্থখ দুখ '	২১
সে, এক বটে, তাহার শক্তি বহু, [ একে পষ্যবসান ]	৫৫
( সে যে ) পরম-প্রেম সুন্দর [ পরম দৈবত ]	২৩
সেথা আমি কি গাহিব গান ? [ সৃচনা ]	৩
স্নেহ-বিহ্বল, ককণা-ছলছল [ মা ]	৯
স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি, [ স্বপ্ন-পুলক ]	৬৫
হয় নি' কি ধারণা, [ জাতীয় উন্নতি ]	৮২





রজনীকান্ত সেন



## উদ্বোধন

ভারতকাব্যনিকুঞ্জে—

জাগ স্মৃঙ্গলময়ি মা !

মুঞ্জবি' তক, পিক গাহি',

কঙ্কক প্রচারিত মহিমা !

তু'লে লহ নীরব বীণা, গীত-হীনা,

অতি দীনা ;

হে ভারত, চিব-ছথ-শয়ন-বিলীনা ;

নীতি-ধর্ম-ময় দীপক মন্ড্রে,

জীবত কর সঞ্জীবনমন্ড্রে,

জাগিবে রাতুল-চরণ-তলে—

যত, লুপ্ত পুরাতন গরিমা ।

ভৈরবী—কাওয়ালী



# বাণী

( আলাপ )

সূচনা

সেথা আমি কি গাহিব গান ?  
যেথা, গভীর ওঙ্কারে, সাম-বাক্ষারে,  
কাঁপিত দূর বিমান ।  
যেথা সুরসপ্তকে বাঁধিয়া বীণা,  
বাণী শুভ্রকমলাসীনা,  
রোধি' তটিনী-জল-প্রবাহ,  
তুলিত মোহন তান ।

## কালী

যেথা,  
আলোড়ি' চন্দ্রালোক শাবদ,  
করি' হবিগুণগান নাবদ,  
মস্তমুগ্ধ কবিতে ভুবন,  
টলাইত ভগবান ।

যেথা,  
যোগীশ্বর-পুণ্যপবশে,  
মূর্ত্ত রাগ উদিল হবশে ;  
মুগ্ধ কমলাকান্ত-চরণে  
জাহ্নবী জনম পান ।

যেথা,  
বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জে,  
মুবলী-ববে পুঞ্জে পুঞ্জে,  
পুলকে শিহরি' যুটিত কুমুম,  
যমুনা যেত উজান ।  
আব কি ভাবতে আছে সে যন্ত্র,  
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,  
আর কি আছে সে মধুব কণ্ঠ,  
আর কি আছে সে প্রাণ ?

গৌরী—একতাল

## বাণী

পীযুষ-সিঞ্চিত-সমীর-চঞ্চল  
 কাঞ্চন-অঞ্চলে দোলারে !  
 সংশয়-নিবসন, ধীস্থিতি-বিতরণ  
 চব্বণে, জন-মন ভোলেবে  
 চম্পক-অঙ্গলি-সকরুণ-পবশে  
 বীণা পঞ্চমে বোলারে ;  
 জ্যোতিষ-দবশন-বেদ-গণিত-কবিতা  
 শোভে কোমল কোলেরে ।  
 শুভ্র-রজত-গিবি-কিরণ-বিকিরণে,  
 অন্ধ-নয়ন-যুগ খোলেরে,  
 মাতিল ত্রিভুবন, বাক্য-বিধায়িনী-  
 বাণী-জয়-রব-রোলেরে ।

সোহিনী মিশ্র—কাওয়ালী

## শক্তি-সঞ্চার

তব, চরণ-নিষে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা ;  
 উর্দ্ধে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত নভো-নীলাঞ্চলা,  
 সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা  
 দূরে হের চন্দ্র-কিরণ-উদ্ভাসিত গঙ্গা,  
 নৃত্য-পুলক-গীতি-মুখর-কলুষহব-তরঙ্গা ;  
 ধায় মত্ত-হরষে সাগবপদ-পবণে,  
 কূলে কূলে করি' পরিবেশন মঙ্গলময় ববষা ।  
 ফিরে দিশি দিশি মলয় মন্দ, কুসুম-গন্ধ বহিয়া,  
 আৰ্য্যগরিমা-কীর্ত্তিকাহিনী মুগ্ধজগতে কহিয়া,  
 হাসিছে দিগ্‌বালিকা, কণ্ঠে বিজয়মালিকা,  
 নবজীবন-পুষ্পবৃষ্টি করিছে পুণ্য-হরষা ।  
 ওই হের, স্নিগ্ধ সবিভা উদিছে পূর্ব-গগনে  
 কাস্তোজ্জল কিরণ বিতরি', ডাকিছে স্তুতি-মগনে ;  
 নিদ্রালস-নয়নে, এখনও র'বে কি শয়নে ?  
 জাগাও, বিশ্ব-পুলক-পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা ।

ভৈরবী—জলদ একতারা



## জন্মভূমি

জয় জয় জনমভূমি, জননি !

যাঁর, স্তন্যসুধাময় শোণিত ধমনী ;

কীৰ্ত্তি-গীতিজিত, স্তম্ভিত, অবনত,

মুগ্ধ, লুপ্ত, এই সুবিপুল ধবণী !

উজ্জল-কানন-হীবক-মুক্তা-

মণিময়-হার-বিভূষণ-যুক্তা ;

শ্যামল-শস্য-পুষ্প-ফল-পূরিত,

সকল-দেশ-জয়-মুকুটমণি !

সর্ব-শৈল-জিত, তিমিগিবি-শৃঙ্গে,

মধুর-গীতি-চির-মুখরিত ভূঙ্গে,

সাহস-বিক্রয়-বীৰ্য্য-বিমণ্ডিত,

সঞ্চিত-পবিণত-জ্ঞান-খনি ।

জননী-তুল্য তব কে মর-জগতে ?

কোটা কণ্ঠে কহ, “জয় মা ! বরদে !”

দীর্ণ বক্ষ হ’তে, তপ্ত বক্তৃতা তুলি’

দেহ পদে, তবে ধন্য গণি !

মিশ্র পরোজ—কাওয়ালী

## ভারতভূমি

শ্যামল-শস্ত্র-ভরা !

( চিব ) শান্তি-বিরাজিত পুণ্যময়ী ;

ফল-ফুল-পূরিত, নিত্য-সুশোভিত

যমুনা-সরস্বতী-গঙ্গা-বিরাজিত ।

ধূর্জটী-বাহুিত-হিমাদ্রি-মণ্ডিত,

সিন্ধু-গোদাবরী-মালা-বিলম্বিত,

অলিকুল-গুঞ্জিত-সরজিত-রঞ্জিত ।

রাম-যুধিষ্ঠির-ভূপ-অলঙ্কৃত,

অর্জুন-ভীষ্ম-শবাসন-টঙ্কৃত,

বীরপ্রতাপে চরাচর, শঙ্কিত ।

সামগান-বত-আর্য্য-তপোধন,

শান্তি-সুখাঙ্কিত কোটী তপোবন,

রোগ-শোক-দুখ-পাপ-বিমোচন ।

ওই সুদূরে সে নীর-নিধি,—

যার, তীরে হের, দুখ-দিখ-জদি,

কাদে, ওই সে ভারত, হায় বিধি !

ভৈরবী—কাওয়ালী

## মা

স্নেহ-বিহ্বল, ককণা-ছলছল,  
 শিয়বে জাগে কাব আঁখিবে ।  
 মিটিল সব স্তুধা, সঞ্জীবনী স্তুধা  
 এনেছে, অশবণ লাগিবে ।  
 শ্রান্ত অবিবত যামিনী-জাগরণে,  
 অবশ কুশ তনু মলিন অশনে ;  
 আত্মহারা, সদা বিমুখী নিজ-স্বখে,  
 তপ্ত তনু মম, ককণা-ভবা বৃকে  
 টানিয়া লয় তুলি', যাতনা-তাপ ভুলি',  
 বদন-পানে চেয়ে থাকিবে !  
 ককণে ববষিছে মধুর সাস্তনা,  
 শান্ত কবি' মম গভীর যন্ত্রণা ;  
 স্নেহ-অঞ্চলে মুছায়ে আঁখিজল,  
 ব্যথিত মস্তক চুসে অবিরল,  
 চরণ-ধূলি সাথে, আশীষ রাখে মাথে,  
 স্তপ্ত হৃদি উঠে জাগিবে ।

## বার্তা

আপনি মঙ্গলা, মাতৃরূপে আসি',  
শিয়রে দিল দেখা পুণ্য-স্নেহ-রাশি,  
বক্ষে ধরি' চির-পীষ-নিব্বার,  
নিরাশ্রয়-শিশু-অসীম-নির্ভর :  
নমো নমো নমঃ, জননি দেবি মম !  
অচলা মতি পদে মাগিরে ।

মিশ্র ইমন্—ভেওরা

## আশা

ধরে তোল, কোথা আছ কে আমার !

এ কি বিভীষিকাময় অন্ধকার !

কি এক রাক্ষসী মায়া, নয়নমোহন-রূপে  
ভুলায়ে আনিয়া মোরে ফে'লে গেল মহাকূপে !

শ্রমে অবসন্ন কায়, কণ্টক বি'ধিছে তায়,

বৃশ্চিক দংশিছে, অনিবার !

পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠে, শরীর কর্দমলীন,

আর যে উঠিতে নারি, হইয়াছি বলহীন ;

এ বিপন্ন, পথভ্রাস্ত, অন্ধ, দীন, নিরুপায়,

দেখিয়া, কাহারো দয়া হ'লনারে হায় হায় !

হীন-স্বার্থময় ধরা, শুধু নিষ্ঠুরতা-ভরা ;

শুধু প্রবঞ্চনা, অবিচার ।

আজ শুধু মনে হয়, গুনিয়াছি লোকমুখে,

আছে মাত্র এক জন, চিরবন্ধু দুখে-সুখে ;

বিপন্নের ত্রাণকর্তা, নিরাশ প্রাণের আশা,

পাপপথে পরিত্রাস্ত ভ্রাস্ত পথিকের বাসা ;

কাঁদিলে সে কোলে করে, মুছে অশ্রু নিজ করে,

( আজি ) সেই যদি করে গো উদ্ধার !

মিষ্ট ইমন্—কাওয়ালী

## নির্ভর

তুমি, নির্মল কর, মঙ্গল ক  
 মলিন মর্ম মুছায়ে ;  
 তব, পুণ্যকিবণ দিয়ে যাক্, মোব  
 মোহ-কালিমা ঘুচায়ে ।  
 লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ্য বাসনা  
 ছুটিয়ে গভীর আঁধারে,  
 জানি না কখন ডুবে যাবে কোন্  
 অকূল গরল-পাথারে !  
 প্রভু, বিশ্ববিপদহতা,  
 তুমি, দাঁড়াও কথিয়া পস্থা,  
 তব, ত্রীচরণতলে নিয়ে এস, মোর  
 মত্ত-বাসনা গুছায়ে ।  
 আঁহ, অনল-অনীলে, চিরনভোনীলে,  
 ভূধরসলিলে, গহনে,  
 আঁহ, বিটপিলতায়, জলদের গায়,  
 শশিতারকায় তপনে,

আমি, নয়নে বসন বাঁধিয়া,  
ব'সে, আঁধারে মবিগো কাঁদিয়া ;  
আমি, দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু,  
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে ।

ভৈরবী—জলদ একতারা

## সখা

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে,  
 তুমি অভাগারে চেয়েছ ;  
 আমি না ডাকিতে, হৃদয়-মাঝারে  
 নিজে এসে দেখা দিয়েছ !  
 চির-আদরের বিনিময়ে, সখা,  
 চির-অবহেলা পেয়েছ ;  
 ( আমি ) দূরে ছুঁতে যেতে, হুঁহাত পসারি',  
 ধ'রে টে'নে কোলে নিয়েছ !  
 “ওপথে যেওনা, ফিরে এস”, ব'লে  
 কাণে কাণে কত ক'য়েছ ;  
 ( আমি ) তবু চ'লে গেছি ; ফিরায়ে আনিতে  
 পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ ।  
 ( এই ) চির-অপরাধী পাতকীর বোঝা  
 হাসি-মুখে তুমি ব'য়েছ ;  
 ( আমার ) নিজহাতে গড়া বিপদের মাঝে,  
 বৃকে ক'রে নিয়ে র'য়েছ !  
 মিশ্র কানেড়া—একতালা



## মুক্তিকামনা

ওই, বধিব যবনিকা তুলিয়া, মোরে প্রভু,  
 দেখাও তব চিব-আলোক-লোক ।  
 ওপারে সবই ভাল, কেবল সুখ-আলো,  
 এ পাবে সবই ব্যথা, আঁধার, শোক !  
 মাঝে দুস্তর কঠিন অস্তর,  
 শ্রান্ত পথিকেরে বলিছে 'সর সব',  
 ওই, তোবণপাদদেশে, পিপাসাতুর এসে,  
 ফিবে কি যাবে, ল'য়ে চির-বিয়োগ ?  
 ওই, নিচর অর্গল, ককণ শুভ-কবে,  
 মুক্তি কবি, দেহ, আত্মব-দীন-তরে ;  
 পিপাসা দিলে তুমি, তুমিই দিলে ক্ষুধা,  
 তোমাৰি কাছে আছে শাস্তি-সুখ-সুখা ;  
 পাবে, অধীর ব্যাকুলতা, তোমাতে সফলতা,  
 হউক তব-সনে অমৃতযোগ ।।

মিশ্র ইমন্—তেওরা

## পরিবেদনা

- তব, করুণা-অমিয় করি' পান,—  
পাপ, তাপ, ছঃখ, মোহ, বিষন্নতা,  
নিরাশ, নিকণ্ঠম, পায় অবসান ।
- এই, পাপ-চিত্ত, সদা তাপ-লিপ্ত বহি',  
এনেছে ছবপনেয় মৃত্যুবিকাব বহি',  
দিতেছে দারুণ দাহ হৃদয়-দেহ দহি',  
দেবতা গো, দয়া কবি' কব পবিত্রাণ ।
- তব, অমৃতপানে, এই বিকৃত প্রাণে মম,  
স্থানভেদে হয় কালকূট-সম,  
হৃদয়ে বহিঃজালা, নয়নে অন্ধ-তমঃ,  
কোথা শান্তিনিদান, কর শান্তিবিধান ।

স্নিপট কপট তু'হ শ্রাম—হর

## করণাময়

( আম ) অকৃতী অধম ব'লেও তো, কিছু

কম ক'রে মোরে দাওনি ।

যা' দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়া,

কেড়েও তো কিছু নাওনি !

( তব ) আশীষ-কুসুম ধবি নাই শিরে,

পায়ে দ'লে গেছি, চাহি নাই ফিরে ;

তব দয়া ক'রে কেবলি দিয়েছ,

প্রতিদান কিছু চাওনি ।

( আমি ) ছুটিয়া বেড়াই জানি না কি আশে,

সুখা-পান ক'রে, মরি গো পিয়াসে ;

তব, যাহা চাই সকলি পেয়েছি ;

তুমি তো কিছুই পাওনি ।

( আমায় ) রাখিতে চাও গো, বাঁধনে আঁটিয়া,

শত-বার যাই বাঁধন কাটিয়া,

ভাবি, ছেড়ে গেছ,—ফিরে চেয়ে দেখি,

এক পা-ও ছেড়ে যাওনি ।

বেহাগ—একতারা

## ভ্রান্তি

লোকে বলিত তুমি আছ,  
ভেবে দেখিনি আছ কি না,  
তখন আমি বুঝিনি, প্রভু,  
নাস্তি গতি তোমা বিনা ।  
তোমারি গৃহে বসতি করি',  
খেয়েছি তোমারি অন্ন,  
তোমারি বায়ু দিতেছে আবু,  
বেঁচে আছি তোমারি জন্ত  
ক্ষুধা হ'বেছে তব ফলে,  
পিপাসা গেছে তব জলে  
সে কি ভুল, যে ভুলে ভুলে,  
প্রভু, তোমারি নাম করি না !  
তোমারি মেঘে শস্য আনে,  
ঢালি' পীযুষজল-ধারা,  
অবিরত দিতেছে আলো,  
তোমারি রবি-শশি তারা,

শীতল তব বৃক্ষছায়া

সেবে নিয়ত, ক্লান্ত কায়া,

( তব ) তোমাৰি দেওয়া মন ব'য়েছে

ভুলে তোমাৰি গুণ-গৰিমা ।

মিশ্র বিভাস—ঝাপতাল

## প্রার্থনা

( ওরা )—চাহিতে জানে না, দয়াময় !  
চাহে ধন, জন, আয়ুঃ, আবোগা, বিজয় !  
করণার সিদ্ধু-কূলে, বসিয়া মনেব ভুলে  
এক বিন্দু বাবি তু'লে, যুখে নাহি লয় ;  
তীরে করি' ছুটাছুটি, ধূলি বাঁধে মুঠি-মুঠি,  
পিয়াসে আকুল হিয়া, আরো ক্রিষ্ট হয় ।  
কি ছাই মাগিয়ে নিয়ে, কি ছাই কবে তা' দিয়ে,  
ছ'দিনের মোহ, ভেঙ্গে চবনাব হয় ;  
তথাপি নিলাজ হিয়া, মহাবাস্ত তাই নিয়া,  
ভাসিতে গড়িতে, হ'য়ে পড়ে অসময় ।  
আহা ! ওরা জানে না ত, ককণানিৰ্ব্ব নাথ,  
না চাহিতে নিরন্তর ঝব-ঝব বয় ;  
চির-তৃপ্তি আছে যাহে, তা' যদি গো নাহি চাহে,  
তাই দিও দীনে, যা'তে পিয়াসা না বয় ।

বারোঁচা—ঠংরি



## সুখ দুঃখ

সম্পদের কোলে বসাইয়ে, হবি,

সুখ দিয়ে এ পবীক্ষে !

( আমি ) সুখের মাঝে তোমায় ভুলে থাকি,

( অমনি ) দুখ দিয়ে দাও শিক্ষে ।

মত্ত হ'য়ে সদা পুত্র-পরিবারে,

ধন-বহু-মণি-মাণিক্যে,

( আমি ) ধূয়ে ম'ছে ফেলি তোমাব নামগন্ধ,

ম'জে তাব চাক্চিক্যে ।

নিলাজ হৃদয় ভেঙ্গে সব লও,

দুখ দিয়ে দাও দীক্ষে ,

( আর ) ভিক্ষাব বুলি, দাও ভিক্ষে ।

ভাষবোঁ—একতাল্য

## তোমাৰি

তোমাৰি দেওয়া প্রাণে, তোমাৰি দেওয়া হৃথ,  
 তোমাৰি দেওয়া বৃকে, তোমাৰি অম্লভব ।  
 তোমাৰি ছ'নয়নে, তোমাৰি শোকবারি,  
 তোমাৰি ব্যাকুলতা, তোমাৰি হা হা বব ।  
 তোমাৰি দেওয়া নিধি, তোমাৰি কেডে নেওয়া,  
 তোমাৰি শঙ্কিত আকুল পথ চাওয়া ।  
 তোমাৰি নিবজনে ভাবনা আনমনে,  
 তোমাৰি সাধনা, শীতলসৌভ ।  
 আমিও তোমাৰি গো, তোমাৰি সকলি ত,  
 জানিয়ে জানে না, এ মোহ-হত চিত,  
 আমাৰি ব'লে কেন, ভ্রান্তি হ'ল হেন,  
 ভাঙ্গ এ অহমিকা, মিথ্যা গোবব ।

আলোয়া মিশ্র—তেওয়া



## আশ্রয়

কাব কোলে ধবা লভে পবিত্র

( সেই ) অপাব কাবণসিদ্ধ ।

কাব জ্যোতি-বণা ব্রহ্মাণ্ড উজলে ?

( সেই ) চিবনিম্নল ইন্দু ।

কাব পানে ছোট ববি-শশি-তাবা ?

নাহি পথ-ভ্রান্তি, স্থির আশিতাবা ?

ভ্রমে মেঘ বায়ু ত'য়ে আকৃষ্টাবা ?

( সে ) সচ্চিদানন্দবিন্দু ।

কাব নাম 'স্ববি' দুখে পাই শান্তি ?

বিপদে পাই অভয় .নাহে যায় ভ্রান্তি ?

কাব মুখকান্তি, তবে ভব-ভ্রান্তি ?

( সেই ) নিখিল-পবনসিদ্ধ ।

গৌরী—একতাল

## পরম দৈবত

( সে যে ) পবন-প্রেম-সুন্দর

জ্ঞান-নয়ন-নন্দন ;

পূণ্য-মধুব-নিবমল,

জ্যোতিঃ জগত-বন্দন !

নিত্য-পুলক-চেতন, শাস্তি-চিব-নিকেতন,

ঢাল চরণে, বে মন, ভকতি-কুসুম-চন্দন ।

স্বরট মল্লার—স্বরকাক

## বিশ্ব-রচনা

যবে, সৃজনবাসনা-কণা, ল'য়ে কৃপা-ঔষি-কোণে,

চাহিলে, হে বাজ-অধিরাজ !

অমনি, নিমেষে বিরাট্ বিশ্ব, চরণে করিয়া নতি,

মহাশূন্যে করিল বিরাজ !

মহালোক সিদ্ধ হ'তে এক বিন্দু ল'য়ে করে,

প্রক্ষেপ কবিলে, বিভু, অন্ধকার চরাচরে ;

অমনি চবণতলে, আলোকমণ্ডিত বিশ্ব,

সমুদ্রিল জ্যোতিঃস্রোতোমাঝ

মহাশক্তি-ভূগ হ'তে হেলায় একটি বাণ

নিষ্ক্ষেপিলে, জড়বিশ্ব অমনি পাইল প্রাণ ;

হ'ল, মহাবেগে ঘর্ণ্যমান, আলোড়ি' মহাবিমান,

অগণিত জ্যোতিষ্কসমাজ ।

আনন্দ-কণিকামাত্র পড়িল ব্রহ্মাণ্ডশিরে,

হাসিল এ চরাচর পুলকে শিহরি' ধীরে,

বহিল আনন্দধারা, জড়-জীব মাতোয়ারা,

পরি' তরু আরতির সাজ ;

চিরপ্রেম-নিষ্কারের একটি বৃদ্ধ ল'য়ে  
 ফেলে দিলে, প্রেমধারা চলিল অশ্রাস্ত ব'য়ে,  
 অমনি, জননী কবিল স্নেহ, সতী-প্রেমে পূর্ণ গেহ,  
 গ্রহ ছাটে এ উহাব পাছ ।

হেলায় ছিটায় দিলে, অক্ষয়-সৌন্দর্য্য-তুলি,  
 ভাবচ্ছটা উজ্জলিল মোহন বদন তুলি',  
 অমনি, অনন্ত বরণ 'আমি', ছড়াইল শোভাবাশি,—  
 ধন্য তব নিত্যকাককাজ !

তুমি কি মহান্, বিভূ, আমি কি মলিন, ক্ষুদ্র,  
 আমি পঙ্কিল সলিলবিন্দু, তুমি সুধাসমুদ্র !'  
 তব, তুমি মোবে ভালবাস, ডাকিলে হৃদয়ে এস,  
 তাই এত অযোগ্যের লাজ ।

মিশ্র ইমন্—কাওয়ালী

## উষা-বিকাশ

তব, শান্তি-অরুণ-শান্ত-ককণ-

কনক-কিবণ-পবণে,

জাগে প্রভাত হৃদি-মন্দিরে,

চবণে নামিয়া হবষে ।

আবতি উঠে বাজিয়া ধাবে,

সৌভ্য ছুটে মৃত সগীবে,

প্রেম-কমল হাসে, ভাসে

শান্ত-মবম-সবসে ।

সংশয়, দ্বিধা, তর্ক, দ্বন্দ্ব,

দূরে যায়, বিমলানন্দ

পানে, জ্ঞান-নয়ন, সফল,

প্রীতি-অশ্রু ববষে !

বারেঁয়া—একতারা

## আর চাহিব না

( আমি ) দেখেছি জীবন ভ'রে চাহিয়া কত ;  
( তুমি ) আমাবে যা' দাও, সবই তোমাবি মত ।

আকুল হইযে মিছে, চেযে মবি কত কি যে,  
( কাঁদে ) পদতলে নিশ্চল বাসনা শত ।

কিসে মোব ভাল হয়, তুমি জান, দয়াময়,  
( তবু ) নির্ভব জানে না, এ অবিনত ।

আমি কেন চেযে মবি, তুমি জান কিসে, হবি,  
সফল হইবে মম জীবন-ব্রত ।

চাহিব না কিছু আব, দিব শ্রীচরণে ভার,  
হে দয়াল, সদা মম কুশল-রত ।

হারীশ—কাওয়ালী

## হৃদয়-কুসুম

তাব, মঙ্গল আবতিব বে'জে উঠে শাক !  
 সেই, প্রেম-অকণ্ঠেব হেম-কিবণে ফু'টে থাক ।  
 দেখে শোভা, পিয়ে সুধা,  
 মিটে যাক নিখিলেব ক্ষুধা,  
 আপনা বিলিয়ে দে বে,  
 সব ভ্রাতৃব ( সে সুধা )

লুটে থাক্

স্নিগ্ধ মলয় ব'য়ে মন্দ,  
 ছড়িয়ে দিক্ তোব বিমল গন্ধ,  
 অকণপানে চেয়ে' চে'ন',  
 দলগুলি তোব, ( ও হৃদ-ফুল, ) ( ধীরে ধীরে )  
 টু'টে যাক্ ।

বাউলের স্বব—গড থেমটা

## প্রেমারঞ্জন

যে দিন তোমারে হৃদয় ভরিয়া ডাকি,  
 শাসন-বাক্য মাথায় করিয়া রাখি,—  
 কে যেন সেদিন আঁখি-তারকার,  
 মোহন-তুলিকা ব্লাটয়া যায়,  
 সুন্দর, তব সুন্দর সব,

যে দিকে ফিরাই আঁখি !

ফুটতর ঐ নভোনীলিমায়,  
 উজ্জলতব শশধব ভায়,  
 সুমধুরতর পঞ্চমে গায়  
 কুঞ্জভবনে পাখী ।

দেহ হৃদয়ে পাই নব বল,  
 দূরে যায় ক্ষুদ্রতা ছল,  
 কে যেন বিশ্ব-প্রেম সরল,  
 প্রাণ দিয়ে যায় মাখি' ।

যেন তোমার পুণ্যপরশ,  
 ক'রে তোলে এই চিত্ত সরস,  
 উথলিয়া উঠে বন্ধে করব,  
 বিষণ্ণ হইয়া থাকি !

ভৈরবী একতারা



## বহিরন্তর

যেমন, তীব্র জ্যোতির আধার রবিরে,

প্রভাতে তুলিয়া ধর ;

আর, কিরণ-ছটায় ভাসাইয়া দিয়া,

এ ধরণী আলো কর ;—

নিশার আধারে হইয়া আবৃত,

লুকায় ধরায় বর্ণনা, অনৃত,

প্রভাতে তাদের নগ্নতা প্রকাশি,

লাজে কর জড়সড় :

তেমনি, নিবিড় মোহের আধারে, আমার

হৃদয় ডুবিয়া আছে ;

কত পাপ, কত দুরভিসন্ধি,

আধারে লুকায়ে বাঁচে ;

দিব্য আলোক ! প্রাণে এস, নাথ !

হউক আমার মঙ্গল-প্রভাত ;—

তাদের, লুকাবার স্থান, ভাঙ্গ, ভগবান্,

তারা, লাজে হোক মরমর ।

কীর্তনের ভাঙ্গা স্বর—গড় থেম্‌টা

## সকল-মুহূর্ত

কোন্ শুভগ্রহালোকে, কি মঙ্গল-যোগে,  
চকিতে যেন গো, পাই দরশন !  
সেই, ক্ষুদ্র একপল, কৃতার্থ, সফল,  
রোমাঞ্চিত তনু, বারে ছ'নয়ন ।

আয়ুঃ যদি হ'ত সেই এক বিন্দু,  
কে চাহিত দীর্ঘ-বয়সদেব সিদ্ধ ?  
তোমায় দেখিতে দেখিতে, ফুবা'ত চকিতে,  
ভবেব বিপদ, সম্পদ, হবষ, বোদন ।

আঁখি মুদি', আমার নিখিল উজল,  
আঁখি মেলি', আমাব আঁধার সকল,  
কোন্ পুণ্যে পাই, কি পাপে হারাই,  
তুমি জান গো, সাধক-শবণ !

তব যাত্রা-সনে, যদি হয় লোপ  
ধরণীর মায়া, নাহি রয় কোভ,  
সবাই ঘিরে আসে, ভাঙ্গাহুদিপাশে,  
কেবল, হারাইয়া যায় সাধনার ধন ।

## জালাল

দেবতা, আমাবে কেন ছুঃখ দাঁও,  
'দাঁড়াও' বলিতে, দুবে চ'লে যাও,  
ডে'কে'ডে'কে মবি, ফিবে নাহি চাঁও,  
দয়াময় ! কেন নিদয় এমন ?

বিভাষ এক হালা

## এস

বিবেকবিমলজ্যোতিঃ

জ্বলেছিলে তুমি হৃদয়-কুটীবে .  
 তোমারি আলোকে তোমাতে দেখেছি ,  
 তোমারি চরণ ধ'বেছি শিরে ।  
 যৌবনে, হবি, ছাইল ভীষণ  
 অবিশ্বাস-ঘনমেঘে ,  
 বহিল প্রবল পাপ-পবন ,  
 ডুবাইল ঘোর অন্ধ-তিমিরে ।  
 আক্ষে একবার এস, প্রভু এস,  
 দীপ্ত মিহির-রূপে ,  
 পাপ-যামিনী পোহাইবে, উষা  
 উদবে পুণ্য-কিরণে, ধ'বে ।

চৌরী ভৈ .বী—একতারা

## মায়া

মাগো, আমাব সকলি ভ্রাস্তি ।

মিথ্যা জগতে, মিথ্যা মনতা ,

মক-ভূমি ওখ, কবিতোছে ধ ধ ।

‘ হেথা কেবলি শিখসা, কেবলি ভ্রাস্তি ।

যবে, অকল-কি বো- ন-দিবা জাগে,

কোটে নব নব নব অনুরাগে,

ভুলি মা তখন, কি কাল ভাষণ

আবার, ডুবিরে কনক-কাঙ্ক্ষি ।

পুত্র-পরিজনে হ'য়ে পবিত্রত,

ভাবি, এ আনন্দ অনন্ত, অমৃত ;

মনে নাহি হয়, মরণ-সময়

“হৃদযবাক্ষবা বিমুখা যাস্তি ।”

দিনে দিনে দৌনেব ফুবাইল দিন,

দীনতাৰা, ঘুচাও দৌনেব দুদ্দিন,

‘আশা’-কপে মাগো, নিবাস প্রাণে জাগো,

দিযে ও চরণ, অক্ষয়শাস্তি ।

বসন্ত বাহার-একতাল

## মোহ

( মাগো ) এ পাতকী ডুবে যদি যায়,  
 অন্ধকাবচিবমবণসিন্ধু-নীবের—  
 তোমাব মহিমা কিছ বাড়িবে না তায়  
 ( কত ) জ্ঞান, বুদ্ধি, বল, স্নেহ, ককণা, দেহ,  
 স্বাস্থ্য, সাধু-জন-সঙ্গ, বন্ধ, গেহ,  
 নিম্নলঙ্ঘন মন, মধুময় পনিজ্ঞন,  
 পুণ্য-চরণ-ধূলি দিয়েছ আমায় ।  
 ( মম ) স্তম্ভ হৃদয়, কবি' নয়ন-নিমীলন,  
 না করিল তব ককণ'-অনুশীলন ,  
 মোহ ঘিরিল মোবে, বহি' চিব-ঘুম-ঘোবে,  
 ব্যর্থজীবন গেল ফুবাঠয়ে, হায় !  
 ( এসো ) দীনদয়াময়ি ! বন্ধ বন্ধ, লহ  
 কোলে ; ভীত, হেরি' নরক ভয়াবহ :  
 ছুফ্ত এ পতিতে, হবে মো স্থান দিতে,  
 অশরণের শরণ শ্রীচরণ-ডায় ।

'নিশট কপট তু'হ শ্রাম—স্বর

## খেলা-ভঙ্গ

কোলের ছোলে, ধূলা ঝেঁড়ে, তুণে নে কোলে,  
 ফেলিস্ নে মা, ধূলা-কাদা মেখেছি ব'লে ।  
 সারা দিনটে ক'রে খেলা, ফিবেছি মা সাঁঝেব বেলা,  
 ( আগাব ) খেল'ল সাখা, যে যাব মত, গিয়েছে চ'লে ।  
 কত আঘাত লেগছে পায়, কত কাটা ঘুটেছে পায়,  
 ( কত ) প'ড়ে গেছি, গেছে সবাই, চরণে দ'লে ।  
 কেউ তো' আব চাইলে না ফিবে, নিশাব আঁধাব  
 এল ঘিবে ,  
 ( তখন ) মনে হ'ল মায়েব কথা, নয়নেব জলে !

ভৈরবী—ঝাপতাল

## আশ্রয়-ভিক্ষা

নাথ, ধব হাত, চল সাথ, চিবসাথি হে !  
 ভ্রাস্তচিত্ত ভ্রাস্তপদ, ঘিৰিল দুখবাতি হে ।

শ্রমজ-জল-বিন্দু ঝবে বাথিত এ ললাটে হে ;  
 ছিন্ন কধিবাক্ত পদ, কটকিত বাটে হে ।

ক্ষীণ হ'ল দৃষ্টি, অতিতীব্র তম্বেদন  
 ক্ষণে তোমাবে পড়িছে মনে, ক্ষণে বহিত চেতনা

ভগ্নহৃদে কম্পবকে পড়িয়া পথপাশে গো  
 দূর হ'তে তীব্র পবিহাসে কে ও হাসে গো ।

ক্ষেমময় ! প্রেমময় ! তাব নিকপায়ে হে  
 মরণজ্বঃস্বরণ ! চিবশরণ দেহ পায়ে হে !

কীৰ্ত্তনের স্বর—বাঁপতাল



## জয় দেব

জয় নিখিল-সৃজনায়কারী, নিবাসয় !  
 জয় এক, জয় অনেক, অসীম-মহিমাময় ।  
 জয় সৃষ্টি, স্থল, জয় অস্থি, মল,  
 জয় কায়নিয়মি, কৃত-কল্য কুপাময় !  
 জয় হে ঐশ্বর ! জয় পরমসুন্দর ।  
 জয় ভক্ত-হৃদয়-পরিপ্রাণি-সুধাময় ।  
 জয় হৃদয়লঙ্ঘন ! জয় বিপদভঙ্ঘন !  
 জয় পাপহরণ ! চিৎশরণ ! কবচাময় !

নট বেহাগ—ঝাপতাল

## কল্লোল-গীতি

কুল কুল কুল নদী ব'য়ে যায় বে ভাই !  
 তা'বে ব'সে ভাব'ছ বুঝি, কি বলে ছাই ?  
 তা' নগ, ত্রোণ ভাল ক'বে ওন্বি যদি, কাছে আয়,  
 ভাবি একটা মজাব গান নে'চে নে'চে গেয়ে যায় ।  
 সবাবি কি আছে কাণ ? কেমন ক'বে শু'নবে গান ?  
 যেমন নাচ তেমনি গায় সে,—

কোথায় লাগে নাটক, যাত্রা, খেমটা বাই !  
 নদী বলে, “আমি মস্ত গিবি বাজাব মেয়ে গৌ,  
 বাবা তো নামান না মাথা, কাবো কাছে যেয়ে গো,  
 নিশি-দিন উর্দ্ধে চান, মেঘে তাঁব কবায় স্নান,  
 যোগি-ঋষিদের দেব স্থান,—

নিজে মহাযোগী, বাহুজ্ঞান তো নাই ।  
 ‘তবঙ্গিনী’ নামটি বাবা আদব করে দিয়েছে,  
 একাগ্রতা, একনিষ্ঠা, যতনে শিখিয়েছে,  
 বাবাব কাছে সাগরের, কপণ্ডণ শুনেছি ঢের,  
 তাইতো স্বয়ংস্বরা হ'তে—

সে প্রশান্ত সাগর পানে ছুটে বাই ।

কূলে তোরা সংসার পেতে, মায়ায় ভুলে রয়েছিস্,  
কত ফল, আব ফুলের বাগান, দালান কোঠা ক'রেছিস্,  
আমি গিয়ে লাগাই গোল, পেতে দি' এই নিচব কোল,  
একটি মাত্র কূল রাখি, আর

কাঁদিয়ে তোদের, আব এক কূলের মাথা খাই ।  
আমার সঙ্গে পাববি তোবা ? আমায় ধ'বে বাখ'বি কেউ ?  
( আমার ) প্রাণের গানে স্তম্ভা ঢে'লে  
প্রাণের মবলা নাচে ফে'লে,  
বাধা ভ'ঙ্গে চু'বে ঠে'লে,—  
কেমন ক'বে যাচ্ছি চ'লে দেখ না তাই !”

বাউলের সুর—কাহানোয়।

## সিন্ধু-সঙ্গীত

নীল সিন্ধু ওই গর্জে গভীর ,

ভৈবব-বাগ-মুখব কবি' তাব !

অতল-উচ্চ-চল-উন্মি-মানশত-

শুভ্র ফেণ-যুত, বঙ্গ অধীব .

ভীতি-বিবর্ধন, তাণ্ডব নৃতন,

'ভীম বোলে কবি শ্রবণ বধিব ।

সিন্ধু কহে, "তব ভমিখণ্ড কত

ক্ষুদ্র, হেব মম বিপুল শবীব

তীত্র হবষে, মম অঙ্গ পবশে,

কি তবঙ্গ তুলিয়া, চিব-সঙ্গি-সমীব ।

রঙ্গ-রাঙ্কি কত, যত-সুরঙ্কিত,

ঈকিত কোষ লুব্ধ ধবগীর

সার্থকতা লাভে মুগ্ধ তরঙ্গিনী,

জাসি' পদে দ্বিলি', পতি অলধির ।

( আমি ) ইন্দ্র-চাপ-নিভ-স্নিগ্ধ-মনোহর-  
 বর্ণে সুবঞ্জিত, কিরণে ববিব  
 পাবিজাত তরু, অমৃত, সুধাকর,  
 মন্তমে তুলিল সুবাসুব বীব ।

( কত ) অণবপোত পণ্য ভবি' ধাউছে,  
 বর্ণে সুপরিচিত নাবিক ধৌব ,  
 ভগ্ন-শয্য বত, বসিত প্রমাণিত,  
 প্রব-পন্ডিহাস নিয়ন নিযতিব ।

( যবে ) অমৃত-ধাবে ভবি' পিতৃবক্ষ, তয  
 উদয় মনোবম পূণ শশীল ,  
 মত্ত হবষে, যেন বীচ-হস্ত ধবি',  
 আনি' আলো বরি হৃদয়-কুটীল

চন্দ্র-বিরহে পুন' উদ্বেলিত চিত,  
 আবৃত করে ঘন-দুঃখ-তিমির ;  
 কবি, সজ্জিত, সুন্দর, প্রচুব-পুষ্প-ফল-  
 শস্য-বাশি দিয়ে, দেহ মহীব

লক্ষ-পুৰাতন-সন্ধি সমর-ইতি-  
 হাস-বিমিশ্রিত এ বিপুল নীব ;

কালী

দীনে দান কত করিছু অকাতরে,  
সম্পদ লয়ে গর্বিত নৃপতির ।  
( তব ) শক্তিপুঞ্জ মম মূর্ত্তি হেরি',  
হয় স্তম্ভিত, ভীত, পদানত-শির ;  
সর্ব গর্ব মম যার কৃপাবলে,  
নমি সে সুমঙ্গল-পদে প্রভুজীর ।

মিশ্র গৌরী—কাওয়ালী

## বঙ্গমাতা

নমো নমো নমো জননি বঙ্গ !

ওবে ঐ অশ্রুভেদী,

অতুল, বিপুল, গিবি অলঙ্ঘ্য !

দক্ষিণে সুবিশাল জলধি,

চূর্ণ চবণ-তল নিববধি,

মধো পুত-জাহ্নবী-জল-

ধৌত শ্যাম-ক্ষেত্র-সজ্জ

বনে বনে ছুটে ফুল-পবিত্র,

প্রতি সর্বাব্যেব লক্ষ কমল.

অগ্নতবাবি সিঞ্চ, কোটি

তটিনী, মহ. খব-তবঙ্গ .

কোটি কুঞ্জে মৃৎপ গুঞ্জ,

নব কিশলয় পুঞ্জ পুঞ্জ,

ফল-ভর-নত শাখি-বৃন্দে

নিত্য শোভিত অমল অঙ্গ !

স্বরট মল্লার—একতারা

## আয়ু-ভিক্ষা

আভি, শিথিল সব ইন্দ্রিয়, চরণ-কর নিষ্ক্রিয়,  
 তিমিবময় প্রাণপ্রিয় গেহ ;  
 কে, শান্তি-সুখ দব কবি', বজ্রকবে কেশ ধবি'  
 বেগভবে শূন্যে তোলে দেহ !  
 হে, পুঞ্জ-অলি-গুঞ্জবণ-মঞ্জুল-নিকুঞ্জ-বন ।  
 সজ্জিত-বিলাস-গৃহ বন্য ।  
 দাস-গণ-জুষ্ট, পবিপূবিত সুগীত-বাব,  
 দীনজন-চিব-অনধিগমা ।  
 হে হেমমুকুট । মণি-বজ্জিত সুমঞ্চ শত !  
 দীপ্ত মতি-হীরক-প্রবালে ;  
 চন্দন-প্রলিপ্ত মৃগনাভি ! । হে কঙ্কবী !  
 সুরভিত সুগন্ধি-ফুল-মালে ।  
 কমল-কুল-মণ্ডিত, মধুপ-কল-গুঞ্জিত,  
 স্বিস্মল, প্রোশাস্ত, শতবাপি !  
 বন-ভবন-চারি-শুকসারী-পিকু-পাপিয়া !  
 সুন্দর সুন্দর কল্যাণি !



হে বাজছত্র । হে বাজপদ-গৌবব !

হে হুম্মা ! কল্প-গজ-বাজি !

( আজি ) বিপলমিত-আয় কব দান, চিবঃসবিত

বদ্ধ গম, হে বিভব-বাজি ।

সংস্কৃত-ভাষা-সমীক্ষা—স্বতন্ত্র

## শেষ দিন

যে দিন উপজিবে শ্বাসকষ্ট :—

বায়ু-পিষ্ট-কফের নাড়ী হয়ে ক্ষীণ,

হবে নিজ নিজ স্থান-দ্রষ্ট ।

ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া থাক্বে না হাত-পায়ে,

রসনা হবে আড়ষ্ট :

যকৃৎ, প্লীহা, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী,

মূত্রাশয় হবে দুষ্ট

বাইরের প্রতিবিম্ব প'ড়বে না নয়নে,

হবি কাল-তত্ত্বাবিষ্ট

কানের কাছে কামান দা'গলে শুনবি নাবে,

প'ড়ে রইবি যেন সরল কাঠ ।

গায়ে ঠে'সে ধরলে জলন্ত অঙ্গার,

উছ' বলবি না নিশ্চেষ্ট ;

কেবল বুকের কাছে একটু থাক্বেরে ধ্বংস ;

আর, জীবন ন'ড়বে শুধু গর্ভ ।

মাথা চিবে দিবে সত্ত কালকট,  
 কিন্তু হায় বে, বিধাতা কষ্ট,  
 শেষ ঔষধেব ক্রিয়া বিফল হ'লে, বৈদ্য  
 জবাব দিয়ে যাবে স্পষ্ট ।  
 দাসদাসী-পত্নী-পুত্র-পুত্রবধূ-  
 আদি পবিজনজুষ্ট—  
 মল-মত্ত, কফে, জ'ড়ে প'ড়ে ববে,  
 এই, সোণার শবাব পবিপুষ্ট ।  
 •“ধনে প্রাণে শিনাশ ক'বে গেলে” ব'লে,  
 বাদবেন পুত্র পিতৃনিষ্ঠ .  
 আর আমরণ বৈধব্যান ব্রেশ ভে'বে পত্নী,  
 কাঁদবেন পার্শ্ব-উপবিষ্ট ।  
 পণ্ডিতেবা বলবেন, “প্রায়শ্চিত্ত কবা ও,  
 একটু, বস্ত্র হয়েছিল দৃষ্ট  
 একটা গাভী এনে, হুঁরা কবাও বৈতবগী,  
 বাঁচামরা সব অদৃষ্ট !”  
 ঘরে, তেল, চূর্ণ, চটি, পাচন, প্রলেপ, বটী,  
 কবল, হুত আর অবিষ্ট,

তুলসী, বেলের পাতা, মধু, পিঁপুল, আদা,  
সবি বিফল, সবই নষ্ট।  
কাস্ত ব'লে, ভ্রান্ত মনবে, বলি শোন,  
এখন লা'গ্ছে না এ কথা মিষ্ট,  
কিন্তু, সকল সত্যেব চেয়ে, এইটে সত্যি কথা,  
দিন তো গেল, ভাব্বে ঈষ্ট।

বসন্ত মিশ্র—একতালী

## পরিণাম

যা' হয়েছে, হচ্ছে যা', আর যা' হবে, সব জানি রে,  
আমার, প্রাণের মাঝে, তোব কথা নিয়ে,  
হ'চ্ছে কাণাকাণি বে।

যেমন ক'বেই হোক,  
আন'ব টাকা, লুট'বে মজা, এই ছিল তোর রোখ্ ;  
তা', সিঁদ দিয়ে, কি পকেট কেটে, ক'রে রাহাজানি রে।  
বাড়'বে কিসে আর,  
খসড়া-পাকা জমাখরচ হিসেব-সেবেস্তায় ;  
রোজ, সন্ধ্যাবেলা আধ'লা নিয়ে করিস্ টানাটানি রে।  
তোর কি কসুবে জেল ?  
মাথার ঘাম, ছ'পায়ে ফেলে, কেন ভাজিস্ তেল ?  
তুই সারাজীবন টেনে মলি, পরের তেলের ঘানি রে।  
ঐ দেখ্ আস'ছে সে দিন,  
যে দিন কফের নাড়ী উঠ'বে জেগে, বায়ু-পিত্ত ক্লেশ ;  
সে দিন কল্লুরীভববে, হালে পাবে না আর পানি রে।

## বাউল

বস্বে ঘিরে মা'গ্-ছেলে ;

ব'ল্বে, “ব'লে যাও গো, কোন্ সিদ্ধকে

কি বেথে গেলে” ;

গুনুবি 'টাকা', কাণে কেউ দেবে না

তাবক-ব্রহ্মবাণী বে !

বোধ হয়, বুঝ্‌তে পাচ্ছ বেশ,—

যে, তোমাব জন্তে হো'যেব চাচ্ছে

কেমন মজাব দেশ !

সেথা, চাইবি না তুই যে'তে, তব

নিষে যাবে টানি' বে ।

বাউলের স্বর—খেম্‌টা

## যোগ

যোগ কব প্রাণ মনে ;—

আব কাজ কি ভবের ভাগ-পূরণে ?

হ'রো না কাতর বিয়োগে হা'স্বে লোকে,  
'দেখে শুনে ।

আগে নে' মণকষা কসি',

কবিস্নে মন-কসাকসি,

সবল কবাবে জটিল বাশি , থাকিস্নে বসি',  
ভবের, মিথ্যা-মিশ্র-সঙ্কলনে ।

লঘিষ্ঠ-গরিষ্ঠ-ভেদে,

কেন মিছে মরিস্ কৈদে,

ম'জে আছ ভগ্নাংশেতে, কান্ রসেতে ?  
চল শুভঙ্করী'ব নিয়ম মে'নে ।

কাজ কি রে তোর সের ছটাকে ;

বোধে নে' দেহের ছ'টাকে ;

শিখে নে রে পরিমিতির নিয়মটাকে ;

রাখ, চতুর্ভুজের গুণটি জে'নে ।

## বাণী

কর হৃদি-ক্ষেত্র কালী  
সার ভবক্ষেত্রে, কালী ,  
তোর জ্ঞান-ক্ষেত্রে কালী কে দিলে রে ঢালি' ;  
তাইতে, ঠিকের ঘবটা ঠিক দেখিনে ।

কান্ত বলে ব্যাপার বিষম,  
ভুলে আদি যোগের নিয়ম,  
পৌনঃপুনিক হচ্ছে জনম, ও মন অধম ।  
এবাব, পবীক্সাতে পাশ পাবিনে ।

কালেংডা—আডথেম্‌টা



## একে পর্য্যবসান

সে, এক বটে, তাব শক্তি বহু, একাধাবে ;  
 তাব, বিচিত্রতা কি বিপুল, ভেঁবে দেখ্‌নাবে !

জগতে কত কোটি লোক দেখ্  
 আন্ বেছে তুই দু'টো মানুষ,  
 সব বকমে এক

লক্ষ প্রভেদ দেহ-মনে,  
 কাব জানা আছে, কে বেখেছে গণে,  
 কোন্ দবশনে ?

গোটা দুই ভেদ বঝে তুই গর্বে অধীৰ,  
 বৈজ্ঞানিক-বীৰ, একেবাবে,

হাতে নে' দু'টো গোলাপ ফুল,  
 পাপড়ি, বঙ্গ, ওজন, ঢঙ্গে,  
 নয়কো সমতুল ,

তু'লে আন্ দু'টো বেল-পাতা,—  
 এক প্রণালীতে ঠিক দু'টো গাঁথা,  
 গোড়া থেকে মাথা' ;

## শক্তি

তবু ঐ, ক্ষেত্রে, শিবায় ভেদ কত ভায়,  
মিলবে না তার চারিধাবে ।

চেয়ে দেখ্, তডিং, আলো, তাপ,  
গ্রহের গতি, আকর্ষণ, আব  
জডের আবির্ভাব ;

ঐ, শক্তি নদীর ঢেউগুলি,  
ক'চ্ছে যেন গো সদা কোলাকুলি,  
উঠছে মাথা তুলি' —  
ওবা ঐ, এক হ'তে আসে, ভিন্ন বিকাশে  
মেশে গিয়ে এক পাবাবারে !

মিশ্র ধ্বজ—থেম্‌টা

## নিরন্তর

ডাক্ দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে ;

দে'খ'বে। সে উপাধি নিলে,

ক'টা 'কেন'র জবাব শিখে ।

ধরা কেন কেন্দ্র-পানে, ছোট বড সবকে টানে,

বাঁটা-ছেঁড়া ফলটি কেন সে,

দেয় না যেতে অত্ন দিকে ?

কোকিল কেন কুল বলে, জোনাকীটে কেন জ্বলে

বোভ, বৃষ্টি, শিশির মিলে,

কেন ফুটায় কুসুমটিকে ?

চিনি কেন মিষ্টি লাগে, চাতক কেন বৃষ্টি মাগে ;

চকোরে চায় চন্দ্রমাকে,

কমল কেন চায় রবিকে ?

বায়ু কেন শব্দ বহে, অনল-শিখা কেন দহে,

চুম্বক কেন লৌহ টানে,

টানে না মণি মাণিককে ?

## বাণী

ইক্ষু কেন সুবস এত, নিম্‌টে কেন এমন তেতো,  
ময়ূব কেন মেঘেব ডাকে,

মেলৈ মোহন পুচ্ছটিকে ?

কাস্ত বলে, আছে জে'নো, 'কেন'ব 'কেন', তস্ম 'কেন',  
যাও, নিখিল 'কেন'ব মূল কাৰণে,

সে, বেখেছে কালৈব খাতায় লিখে ।

তোৰ নাম বেখেছি হৰিবোলা—স্বৰ

## শুদ্ধ প্রেম

প্রেমে জল হ'য়ে যাও গ'লে  
কঠিনে মেশে না সে, মেশেবে সে তবল হ'লে ।

অবিবাহ হ'য়ে নত, চ'লে যাও নদীব মত,  
কলকলে অবিবত 'জয় জগদীশ' ব'লে ,  
বিশ্বাসেব তবঙ্গ তু'লে, মোহ পাড়ি ভাঙ্গ্ সগলে  
চেও না কোন কূলে,  
ওধু নেচে গেয়ে যাওবে চ'লে ।

সে জলে নাইবে যা'বা, থাকবে না মৃত্যু-জবা,  
পানে পিপাসা যাবে, ময়লা যাবে ধু'লে ,  
যা'বা সাঁতার ভু'লে নাম্তে পাবে,  
( তা'দের ) টেনে নে যাও, একেবাবে,  
ভেসে যাও, ভাসিয়ে নে'যাও,  
সেই পবিণাম-সিদ্ধ-জলে ।

বাউলের স্বর—গড় ধেমটা

## মিলন

আয় ছুটে ভাই, হিন্দু-মুসলমান !

ঐ দেখ্ ঝঞ্জে মায়েব তু'নয়ান

আজ, এক ক'বে সে সন্ধ্যা নমাজ,

মিশিয়ে দে আজ, বেদ কোরাণ !

( জাতিধর্ম ভুলে গিয়ে বে ) ( হিংসা বিদ্বেষ তু'লে  
গিয়ে বে )

থাকি একই মায়েব কোলে, করি

একই মায়েব স্তম্ভপান ।

( এক মায়েব কোল জুড়ে আছি বে ) ( এক মায়েব  
দুখ খেয়ে বাঁচি রে )

আমরা পাশাপাশি, প্রতিবাসী,

তুই গোলারি একই ধান ।

( একই ক্ষেতে সে ধান ফলে রে ) ( একই ভাতে  
একই রক্ত ব'য়ে যায় )

## বাণী

এক ভাই না খেতে পেলে,

কাদে না কোন্ ভায়েব প্রাণ ?

( এমন পাষণ কেবা আছে বে ) ( এমন কঠিন কেবা  
আছে বে )

বিলেত ভাবত দু'টো বটে, ভূষেবি এক ভগবান ।

( দুই চ'খে যে দু'দেশ দেখে না ) ( তার কাছে তো সবাই  
সমান বে )

সংকীৰ্ত্তন—গড়'খেম্টা



## তাতী-ভাই

রে তাতী ভাই, একটা কথা মন লাগিয়ে শুনিস্ ;

ঘরের তাঁত যে ক'টা আছে রে,

তোরা স্ত্রী-পুরুষে বুনিস্ ।

এবার যে ভাই তোদের পালা,

ঘরে ব'সে, ক'সে মাকু চালা ;

ওদের কলের কাপড় বিশ হবে রে,—

না হয় তোদের হবে উনিশ !

তোদের সেই পুরানো তাঁতে ;

কাপড় ব'নে দিবি নিজের হাতে ;

আমরা মাথায় ক'রে নিয়ে যাব রে,—

টাকা ঘরে ব'সে শুণিস্ ।

যে গঙ্গামাই—প্রাতে দয়শন—দে' স্বর

কাহারোয়া



# বাণী

## ( বিলাপে )

### পদ্য

প্রাণন পথ ব'য়ে গিয়েছে সে গো ;  
চরণ-চিব-বেথা আঁকিয়ে যে গো ।

লুটায় আশা-মলে, মোহন অঞ্চল,  
নপুব-মুখবিত-চরণ চঞ্চল,  
হৃদ্যবে ফুটাইয়ে বাসনা-ফুল-রাশি,  
আধেক প্রেম-গাথা শুনাইয়ে গো ।

একটু স্মৃধা-হাসি, আধেক প্রেমগান,  
কামনা-ফুল ছ'টি, শুষ্ক হীন-প্রাণ,  
এখনও প'ড়ে আছে চরণ-বেথা-পাশে,  
মৃগ হ'য়ে আছি, তাই নিয়ে গো ।

মিশ্র মল্লার—কাওয়ালী

## সেই মুখ খানি

মধুব সে মুখ খানি কখনও কি ভালা যায় !  
 জমা'য়ে চাঁদেব সুধা, বিধি গ'ড়েছিল তায় ।  
 মৃত্ত-সবলতা-মাখা, তুলিতে নমন আকা,  
 চাহিলে ককণে, ধবা চবণে নিকাতৈ চায় ।  
 অধবে সাবাটি বেলা, হাসি কবে ছেলে-খেলা,  
 নীববে নিশীথে ধীবে, অধবে পড়ি' যমায ,  
 যদি ছ'টি কথা কহে, প্রাণে সুধা-নদা বহে,  
 নিমেষে নিখিল ধবা, মোহন-সঙ্গীত-ময ।

মিশ্র বেহাগ ঝাঁপ-তাল

“মধুর । সে মুখ খানি কখনও কি ভালা যায়”—একটি প্রসিদ্ধ  
 সঙ্গীত , এই গানটি পাদপূরণ মাত্র ।

## স্বপ্ন-পুলক

স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি,  
 রেখেছি স্বপনে ঢাকিয়া ;  
 স্বপনে তাহারি মু'খানি নিবধি',  
 স্বপন-কুহেলি মাখিয়া !  
 ( তা'ব ) বব-মালা দিখু স্বপনে,  
 ( হ'ল ) হৃদি-বিনিময় গোপনে,  
 স্বপনে হু'জনে প্রেম-আলাপনে  
 যাপি সাবা-নিশি জাগিয়া  
 ( কবি ) স্বপ্নে মিলন-সুখ-গান,  
 ( কবি ) স্বপ্নে প্রণয়-অভিমান,  
 ( হয় ) স্বপ্নে প্রেম-কলহ, যায় গো  
 স্বপনেবি সনে ভাঙ্গিয়া  
 যা' কিছু আমাব দিতে পাবি সবি  
 সুখ-স্বপনেরি লাগিয়া ।

মিশ্র কানেড়া—একতারা

## পূর্ব-রাগ

সখিবে । মবম পবশে তাবি গান,  
অধীৰ আকুল কবে প্রাণ ,  
জ্যোছনা উছলি' ওঠে, মলয়া মুবছি' পড়ে.  
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুল ফু'টে ওঠে থবে থবে,  
বিশ্ব-বিমোহন তান ।  
আঁশ্বি-জলে হাসি মাখা, কি কবণ বেদনা'  
হেসে কেঁদে, নেচে' নেচে', বলে, 'আব কেঁদ না'  
হৃদয় দিয়েছি প্রতিদান ।

মিশ্র ভূপালী—কাওয়ালী

## ছিন্ন-মুকুল

ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে ।  
 মরমে ম'বে গেল, মুকুলে বা'রে গেল,  
 প্রাণ-ভরা-আশা-সমাপি পাশে ।

নৌবসন্তা-ভবা, এ নিবদয় ধবা,  
 শুকায়ে দিল কলি, উফা স্বাসে ;  
 ছ'দিন এসেছিল, ছ'দিন হেসেছিল,  
 ছ'দিন ভেসেছিল, সুখ-বিলাসে ।

না হ'তে পাতা ছ'টি, 'নৌববে গেল টুটি'  
 বাসনা-ময় প্রাণ শুধু পিরাসে,  
 সুখ-স্বপন সম, তপ্ত বকে মম,  
 বেদনা-বিজড়িত স্মৃতিটি ভাসে

লাউনি—কাওয়ালী

## অসময়ে

নয়নেব বারি নয়নে বেখেছি,  
হৃদয়ে বেখেছি স্নান।  
শুকায়ে গিয়েছে প্রাণেব হবষ,  
শুকায়ে গিয়েছে মংলা।  
দেখা দিবে ব'লে কেন দিলে আশা,  
আশা-পথ পানে চেয়ে বঠি ;  
( আমার ) ভেসে গছে বৃক, ভেসেছে পবাণ,  
সময় থাকিতে আসিলে কই !  
এলে যদি, সখ্য, ব'স ভাঙ্গা-বৃকে,  
ভাঙ্গা-হৃদয়েব যাতনা লও .  
মুখ পানে চেয়ে, দুখ ভুলাইয়ে,  
ভাল ক'বে আজ কথাটি কও।

মিশ্র ঝিঝিট—একতাল্য

## ব্যর্থ প্রতীক্ষা

কপসি নগর-বাসিনি । \*

শূন্য-কক্ষে কেন একাকিনী, বিধাদিনী !

দীন-নয়ন বিফল-শয়নে, কার পথ চাহি, মানিনি ?

দেপ মলিন, গুর মালিকা,

এক মুখের শুক-সাবিকা,

যতন-হীনা, নারক-নৌগ, কব-পঙ্ক-পিপাসিনী ।

শিথিল-সিতা অগ্র-কাননে,

বাঁজিছে প্রভাতা বিহগ-কঙ্কনে,

ধীরে ধীরে জগৎ উষা, বনক-জলদ-বিবীটিনী ,

তন্দ্রাহীন দগল নয়নে,

মন্দাকিনী ঝরিছে সঘনে,

জীবন-সবণ, কার চরণ-আশে, বিফল যামিনী ?

প্রমথনাথ বায়চৌধুরীর “কপসী পল্লী-বাসিনী” পাঠে লিখিত । স্ব—ঐ

## মানিনী

পবন-লালসে, অবশ আলাসে,  
 ঢলিয়া পড়িত আমারি অঙ্গে ।  
 মিছে ভালবাসা, শুধু যাওয়া-আসা,  
 কপমোহ গেছে কপেরি সঙ্গে ।

সে মধু-আদর, এই অযতন,  
 সে সুখ-স্ববগ, আজি এ পতন,  
 মনে হয়, সখি, সকলি স্বপন,  
 কে বাঁচে এমন ভবসা ভঙ্গে ৷

চন্দন, সখি, হ'ল বিষতরু,  
 নন্দন-বন হ'ল ঘোর মরু,  
 উদাস-নয়নে, বিরহ-শয়নে,  
 ভাসিতেছি আঁখি-নীর-তরঙ্গে ।

বেহাগ—একতাল



## সফল মরণ.

এস এস কাছে, দবে কি গো সাজে,  
 বিছায়ে বেথেছি হৃদয়-আসন ।  
 চরণেব বলি, দেহ মাথে তুলি',  
 আজি অভাগীব কি স্তম্ভ-মরণ ।  
 এস প্রাণ-সাথী, আজি শেষ বাতি'  
 ভাল ক'রে আজি কবি দবণন !  
 জীবন-নাথ ! পৃবিল সাধ,  
 'ভুলেছি যত অনাদব অযতন ,  
 পদে মাথা বাখি', পদবলি মাখি',  
 সফল জনম আজি, সফল মরণ !

লাউনি—ঝাঁপতাল

## চির-মিলন

আর কি আমাকে দিতে পাবে সে মনোবেদনা ?  
সখি রে. ভালবাসিতে, আসিতে আব সেধ'না ।  
নিশীথে মাধবীবনে, দেখা হ'ল সখা-সনে,  
( অমনি ) প্রাণে সে বহিয়া গেল, বিবহ আব হ'ল না ।  
দিও না তাহাৰে বাধা, 'এস' ব'লে কেন সাধা ?  
( আমাব ) চির-মিলনেৰ দেশে, নাহি বিৰহ-যাতনা  
'আঁখি মুদি হিয়া-মাঝে, সে মধু মাধুবী বাজে,  
মানসে চরণ পূজি, পবশে নাহি বাসনা ।

বেহাগ—কাওয়ালী

## সংকল্প

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়  
মাথায় তুলে নে রে ভাই ;  
দীন-ছুঃখিনী মা যে তোদের  
তার বেশি আর সাধ্য নাই ।

এ মোটা সন্তোষ সঙ্গে, মায়ের  
অপার স্নেহ দেখতে পাই ;  
আমরা, এমনি পাষণ, তাই ফেলে এ  
পবেব দ্বারে ভিক্ষা চাই ।

এ ছুঃখী মায়েব ঘবে, তোদেব  
গবার প্রচুর অন্ন নাই ;  
তবু, তাই বে'চে কাচ, সাবান, মোজা,  
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই ।

আয় রে আমরা মায়ের নামে  
এই প্রতিজ্ঞা ক'র্ব ভাই ;  
পরের জিনিস কিন্বে না, যদি  
মায়ের ঘরের জিনিস পাই ।

মূলতান—গড় খেমটা

## তাই ভালো

তাই ভালো, মোদেব

মায়ের ঘবেব শুধু ভাত ;

মায়ের ঘবেব দ্বি-সৈন্ধব,

মার বাগানের কলার পাত ।

ভিক্ষার চালে কাজ নাই, সে বড় অপমান

মোটো হোক্, সে সোণা মোদেব মায়েব ক্ষেতের ধান !

সে যে মায়েব ক্ষেতের ধান ।

মিহি কাপড় প'রব না আব যেচে পবেব কাছে

মায়ের ঘরের মোটা কাপড় প'রলে কেমন সাজে ।

দেখ্তো প'রলে কেমন সাজে !

ও ভাই চাষী, ও ভাই তাঁতী, আজকে সুপ্রভাত

ক'সে লাজল ধর ভাই রে, ক'সে চালাও তাঁত ।

ক'সে চালাও ঘরের তাঁত !

জংলা—কাহাবোয়া

## আমরা

আমরা, নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট .  
তবু, আজি সাত কোটি ভাই, জে'গে ওঠ !

জু'ড়ে দে ঘরের তাঁত, সাজা' দোকান ;  
বিদেশে না যায় ভাই, গোলাবি ধান ;  
আমরা, মোটা খাব, ভাই বে প'র'ব মোটা ;  
মা'খ'ব না লাভেঙাব চাইনে 'অটো' ।

নিযে যায় মায়েব দুধ পবে ছুঁয়ে,  
আমরা, ব'ব কি উপোসী ঘবে ওয়ে ?  
হাবাসনে ভাই বে আব এমন সুদিন ,  
মায়েব পায়েব কাছে এসে যোটো ।

ঘরের দিয়ে, আমরা পবের মেঙ্গে,  
কিন্বে না চুকো কাঁচ, যায় যে ভেঙ্গে ;  
থাকলে, গরীব হ'য়ে, ভাই রে, গরীব চালে,  
তাতে হবে নাকো মান খাটো ।

মিশ্র বারোঁয়া—কাওয়ালী

## বেলা যায়

আব কি ভাবিস মাঝি ব'সে ?  
এই বাতাসে পা'ল তুলে দিয়ে,  
হা'ল ধ'রে থাক্ ক'সে ।  
এই হাওয়া প'ড়ে গেলে, স্রোতে যে ভাই নেবে ঠে'লে  
কুল পাবিনে, ভে'সে যাবি,  
মববি যে মনের আপ'শোসে ।  
মিছে বকিস্ আনাড়ি, এই বেলা ধন'বে পাড়ি,  
“পাঁচপাঁচ বদব” ব'লে, পূ'বো মনের খোসে  
এমন বাতাস আব ব'বে না, পাবে যাওয়া আব  
হবে না,  
মরণ-সিদ্ধি মাঝে গিয়ে,  
পড়বি বে নিজ কৰ্মদোষে ।

বাউলের স্বর—গড খেমটা

# বাণী

## প্রলাপে

### তিনকড়ি শস্য

( আমি ) যাহা কিছু বলি—সবি বক্তৃতা,  
যাহা লিখি—মহাকাব্য

( আব ) সূক্ষ্ম-তত্ত্ব-অনুপ্রাণিত-  
দর্শন—যাহা ভাব্‌ব ।

( দেখ . ) আমি যেটা বলি মন্দ,  
সেটা অতি বদ, নাহি সন্দ,

( আব ) আমি যা'ব সনে বলিনে বাক্য,  
সে নয় কাবো আলাপ্য ।

( দেখ ) আমি যেটা বলি সোজা,  
সেটা জলবৎ যায় বোঝা,

# বাণী

( আর ) আমি যেটা বলি 'উছ না' তা'ব  
মানে কবা কি সম্ভাব্য ?

( আমি ) যা' খাই সেইটে খাচ্ছ ;  
আব যা' বাজাই সেটা বাচ্ছ ,

( আর ) আমি যদি বলি 'এইটে উছ',  
সেইখানে সেটা যাপ্য ।

( আমি ) চেষ্টায়ে যা' বলি, গান তাই,  
তাতে পুরো অথারিটি বান্দাই

( আর ) ক'ন্তে হয় না ওজন সেটাকে,  
'নিজহাতে যেটা মাপ'ব :

( এই ) মাথাটা কি প্রকাণ্ড,

( এটা ) অসীম জ্ঞানের ভাণ্ড !

( দেখ ) আমি যা'রে যাহা খুসী হ'য়ে দেই,  
তাই তার নিট্ প্রাপ্য ।

( আমি ) করি যা'র হিত ইচ্ছে,  
তা'রে পৃথিবীশুদ্ধ দিচ্ছে,

(দে'খো ) কঙ্কণে তা'র বংশ রবে না,  
স্বরে ব'সে যা'রে শাপ'ব ।



- ( আমি ) যেটা ব'লে যাব মিথ্যে,  
 ( তুমি ) যতই ফলাও বিড়ো,  
 ( দেখো ) কক্ষণে সেটা সত্যি হবে না,  
 তর্কই হবে লভ্য ।
- ( এই ) ছ'খানি বাতুল খ্রীচরণ,  
 দিয়ে, যেখানে কবির বিচরণ  
 ( জাখো ) সেটা যদি তুমি তোমাব বলিবে,  
 ভূত হ'য়ে ঘাড়ে চাপ'ব !
- ( জাখো ) আমি তিনকড়ি শর্মা,  
 ( এই ) ধবাধামে ক্ষণজন্মা,  
 ( জাখো ) তখনি সে নদী হবে ভাগীরথী,  
 আমি যা'ব জলে নাব'ব ।
- ( দীন ) কান্তু বলিছে ভাই রে,  
 ( অতি ) তোফা ! বলিহারি যাই রে,  
 ( আমি ) তোমার নামটা “হাম্বড়া” প্রেসে,  
 সোনার আখরে ছাপ'ব ।

ভৈরবী—গড় খেমটা

## জেনে রাখ

মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যে পুরো পাঁচ হাত লম্বা ;  
 সাধু সেই, যে পরের টাকা নিয়ে দেখায় বস্তা !  
 ধার্মিক বটে সেই, যে দিন বাত ফোঁটা তিলক কাটে ;  
 ভক্ত সেই, যে আজন্মকাল চৈতন নাথি ছাটে ।  
 সেই মহাশয়, সংগোপনে যে মদটা আস্তা টানে ;  
 নিষ্ঠাবান, যে কুকট-মাংসেব মধুব আশ্বাদ জানে ।  
 রসিক সেই, যার বাটবহুরে আছে পঞ্চম-পক্ষ  
 সেই কাজের লোক, চব্বিশ ঘণ্টা ল'কো যাব উপলক্ষ্য ।  
 সেই কপালে', বিয়ে ক'রে যে পায় বিণ হাজাব পণ  
 নারীর মধ্যে সেই সুখী, যার কন্তে হয় না বন্ধন ।  
 সেই নিরীহ, রামের কথা শ্রামের কাছে দেয় ব'লে ;  
 সেই বাবু, যে বোঁচা হাত জামায় ফুঁদিয়ে চলে ।  
 ভদ্র সেই, যার করসা ধুতি, ফুটফুটে যার জামা :  
 দেশহিতৈষী সেই, যার পায়ে, "ডসনের" বিনামা ।  
 মদ খেয়ে, যা' ভুলে থাকতে হয়, সেই আদত বিচ্ছেদ ;  
 কালো কিত্তে ধারণা আছে যার, তারই বলি খেদ ।

বেছ'স হয়ে ড্রেনে প'ড়ে রয়, সে অতি সম্মান ;  
 সাদা কালোয় ভেদ না রাখে, সে হাকিম কি ভ্রান্ত ;  
 'এষ অর্ঘ্যং' যে বলে, সেই দশকক্ষাঙ্কিত ;  
 সেই বেদজ্ঞ, ফলারের নামে যে ভারি আনন্দিত ।  
 রাজ-লক্ষণ আছে আমার', যে কয়, সে জ্যোতিষী ;  
 লম্বা-দাড়ী, গেরুয়া-ধারী, সেই আদত ঋষি ;  
 'সট-সাইটেড' চম্‌মা নিলেই, বুঝবে ছোকরা ভাল ;  
 বাপকে যে কয় 'ঈডিয়ট', তার গুণে বংশ আলো !  
 সেই গুরু, যিনি বংশবাহু আসেন বাষিক নিতে ;  
 বদান্য, যে একদম লাখ দেয়—উপাধি কিনিতে ।  
 আসল তত্ত্বা সেই, যে সদাই আওড়ায় 'ড্রাম্‌ফট' ;  
 সেই আদত বীর, সাহেব দেখলেই যে দেয় চম্পট !  
 সে কালের সব নিরেট বোকা এ সত্য কি জান্ত,—  
 যে লেখক বল্লৈই, বুঝতে হবে, এট ধুবন্ধর 'কাস্ত' ?

মিশ্র বিভাস—কাওয়ালী

## জাতীয় উন্নতি

হয় নি' কি ধাবণা, বৃদ্ধিতে পাব না,  
 ক্রমে উঠে দেশ উঠে !  
 যেহেতু, যে গুলি কচিৎ না আগে,  
 এখন সে গুলো রুচ্ছ ।

কেন না, আমাদের বেড়ে ম'থা সাফ,  
 'গ্যানো' খুলে পড়ছি 'বিজ্ঞান' 'আলো' 'তাপ',  
 মাপছি স্বেয়াব ফুটে বাববাশিব চাপ,  
 ( আব ) মনেব অন্ধকাব ঘচ্ছ ।

যেহেতু বনোছি বিষ্কট কেমন মধব,  
 কুকট-অস্তি কেমন স্বাছ  
 ( আব ) ক্রমে মদিবায় বাব মতি যায়,  
 কেমন সে হয় সাধ :

( আর ) যেহেতু আমাদের মনে মুখে দুই,  
 ( যাকে ) বলতে হবে 'আপনি', তাকে বলি 'তুই'  
 চাক্রি দুদেবে ব'লে চরণ তলে শুই,  
 স্তান ঘৃণা করি গরিব তুচ্ছ ।

যেহেতু আমরা 'হাতে' ঢাকি টিকি,  
 সাদা জামা বাখি শব্দে ;  
 ( আর ) 'গান্ধিপো' বলি 'শান্তিপু'কে,  
 'হাবি' ব'লে ডাকি 'হবি'বে  
 যেহেতু আমরা হেডেছি একান্ত,  
 নীট-ব'ল বাতুলতা বদ-বদান্ত,  
 ( মোদের ) অস্তিমজ্জাগত সাংসারী, দষ্টান্ত  
 .দখ না অগুরু পাড়যো ।

( কাবণ ) মন্দ-ভীলতাটা মন্দ আমাদের,  
 কোনও ধর্ম নাই অ'স্থা,  
 কি হবে ও ছাই-ভস্ম গুলো ভেবে ?  
 মস্তিষ্কটা নয় দস্তা  
 অণুবীক্ষণ আব দূরবীক্ষণ ধ'নে,  
 বাইবেল আঁখি ছুটা ফুটোচ্ছি বেশ ক'রে ;  
 মনশ্চক্ৰ-অন্ধ, তাব খবর কে কবে ?  
 সে বেচারী আঁধারে ঘুরছে ।

## বাণী

( আব ) যেহেতু আমবা নেশা কবি,  
কিন্তু, প্রাইভেট ক্যারেঙ্কার দে'খ না ;  
কংগ্রেসে যা বলি তাই মনে বেখো,  
আব কিছু মনে বেখো না,  
বাপকে কবি ঘৃণা, মাকে দেই না অন্ন,  
বাইবের আববণটা বাখি পবিচ্ছন্ন,  
কোটে পেণ্টালুনে ঢাকি বৃষ্ণ-বর্ণ  
যেন দাঁড়কাক মণব-পুচ্ছে ।

( আব ) যেহেতু আমবা পড়া-ছাত্রাকাবা,  
প্রাণপণে যোগাই গহনা ,  
আর বাপ বে ! তাঁব কষ্ট জাঁখি-তাপে,  
শুকায় প্রেম-নদীব মোহনা ।  
( সে যে ) মাকে বলে 'বেটী', হেসে দেই উড়িয়ে  
( তার ) পিতৃ-বংশ নিয়ে আসি সব কুড়িয়ে  
( মোহের ) চিনিয়ে দিতে হয় 'এ মাসী, খুড়ী এ',  
ভুলে প্রণাম করি না পূজ্যে ।

( কাবণ ) খববেব কাগজ, সাইন বোর্ড, আর  
 বিজ্ঞাপনেব বেজায় ছড়াছড়ি,  
 ( তাতে ) দেখ্বে যথাক্রম 'পঞ্চানন্দ', আর  
 'তিনকড়ি কবিরাজ', 'প্রেম বড়ি' ;  
 আব বেহেতু আমাদেব সাহস অতুল,  
 সাহেব দেখ লে, হয় পিতৃ-নামটা ভুল,  
 ( দেশটা ) সংক্রান্তি-পুৰুষেব হাত, পা, মাথা ছেড়ে.  
 ধ'বেছিল বুঝি, “ ” ।

বৃন্দ ষষ্ঠাব—জলদ একতাগা

## হজমি গুলি

আঃ যা কর, বাবা, তাস্ত, ধীবে,—

ঘা কর কেন খুঁচিয়ে ?

পাতলা একটা যবনিকা আছে,

কাজ কি সেটাকে ঘুচিয়ে ?

ফেলো না পৈতে, কেটে না টিকিটে.

সর্ব-বিভাগে প্রবেশ-টিকিট এ.

নেহাৎ পক্ষে ঢাকাটা সিকিটে

মেনেও ত' ন্যাকা বুঝিয়ে ।

কালিয়া কাবাব্ চপ্ কাট্লেট্.

টিকি ঝাড়, আর খাও ভরপেট,

পৈতেট্ কাপে তুলে নিয়ে ব'স,

নামাবলীখানা কুঁচিয়ে ।



মর্থশাস্ত্র অতি বিদঘুটে !  
 অকাবণ অভিগাপ বৃক্কটে,  
 বলা তো যায় না কিছু মুখ ফুটে,—  
 যা' কব নবন এজিয়ে ।

শত্ৰুবাটা বা নৃপবক্ষণে,  
 এমন হজম কখন কি হবে ?  
 পাচকের সলা পড়েটা হুঁড়ি,  
 টিকি বাটা কি কুবচি, এ !

বীন্দ্র ভাঙ্গা স্বপ্ন—গড থেমটা

## বরের দর

কহাদায়্যে বিব্রত হ'য়েছ বিলক্ষণ ;  
তাই বঝি সংক্ষেপে কচ্ছি ফদ্দ সমাপন ।

নগদে চাই তিনটি হাজাব,  
তাতেই আবার গিন্নী বেজাব,  
বলেন, এবার বাজার কসা কি রকম !  
( কিস্ত ) তোমার কাছে চক্ষুলজ্জা লাগে যে, বিষম

( আর ) পড়ার খরচ মাসে তিরিশ,  
হয় না কমে, বলে 'গিরিশ',  
কাজেই সেটা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশী বলা অকারণ ;  
সোণার চেন ঘড়ী, আইভরি ছড়ি,  
ডায়মণ্ডকাটা সোণার বোতাম,  
দিও এক সেট, কতই বা দাম ?  
বিলিতি বুট, ভাল গ্লিপার, বরের প্রয়োজন ;  
ফুল্ এণ্টকিং, রেসমী রুমাল, দিও ছ'ডজন ।

ছাতি, বুকস, আয়না, চিকণ,  
 ফুলকাটা সাৰ্ট, কোট, পেণ্টালুন,  
 ছু'জোড়া শাল, সাজ্জিব চাদৰ, গবদ স্ফটিকণ ;  
 জম্‌কালো ব্যাপাব, আতৰ লাভেণ্ডাৰ,  
 খান পনের দিশি ধুতি, বেসমি না হয়, দিও সৃতি ;  
 হান্‌দাৰো ধৰি নি 'চসমা'—কেমন ভুলো মন ।  
 ছে'ল, সসি পোলে খুসি, একটু খাটো-দৰশন ।

খাট, 'চ'ক', মশানি, গ'দি, এব ম'খা নেই 'পাবি যদি'  
 তাকিয়া, 'ত'খক, বালিশাদি দস্তৰ-মতন  
 হবে ছ'প'স্ত, শয্যা প'শস্ত,  
 ( আৰ ) 'ট'বিল, চেযাব, আলনা, ডেক্স,  
 হাতীৰ দাতেৰ হাত-বাক্স,  
 ষ্টীলট্ৰাঙ্ক খব বড ছ'টো যা, দেশেৰ চলন ,  
 ( আৰ ) তাবি সঙ্গে পুৰো এক সেট কপোবি বাসন ।

গিনি বলেন, বাউটি স্ফটে, রূপ লাভণা ওঠে ফু'টে,  
 একশ' ভরি হ'লেই হবে একটি সেট উত্তম ;

যেন অলঙ্কাৰ দেখে নিন্দে ক'ৰে না লোকে,  
 দিও বারাণসী বোম্বাই, ফদ কিছু হ'ল লম্বাই,  
 তা, তোমাব মেয়ে, তোমাব জামাই,  
 তোমাব আকিঞ্চন ;  
 আমাব কি ভাই ? আজ বাদে কা'ল মুদব তু'নঘন ।

( আব ) দিও যাতাযাত্বেৰ খবচ,  
 না হয় কিছু হবে কবজ,  
 তা'—মেয়েৰ বিয়ে, তোমাব গবজ, তোমাব প্রয়োজন  
 আবার আ'স্বে কুলীন-দল, তাদেব চাই নিগিহি ডল,  
 ভজন বিশেক 'হুইস্কি' বেখো,  
 নইলে বড় প্রমাদ, দে'খো !  
 কি ক'ব্ব ভাই, দেশেৰ আজকাল এমনি চালচলন ,  
 কেবল চক্ষু-লজ্জায় বাধ' বাধ' ঠেক্ছে যে কেমন !

ভেলেটি মোর নব কাৰ্ত্তিক,  
 ভাবটি আবার ঝাঁটা সাত্তিক,  
 এই বয়সে তার স্তাত্তিক, কৰ্ত্তাদেব মতন ;

যদি দিতেন একাট 'পাশ', তবে লাগিয়ে দিতেন ত্রাস,  
 'ফেল ছেলে, তাই এত কম পণ,  
 এতেই তোমার টেল কম্পন ?  
 .কবল তোমাব বাজাব যাচাই—বকা'লে অকাবণ ,  
 দেশেব দশা হেবে 'কান্ত' কবে অগ্র-ববিষণ ।

‘ন াকে ঝাঁকে লাগে লাগে ডাকে ঐ পাখী ।’—সুন্দর

## বেহায়া বেহাই

( বেহাই ) কুটুম্বিতের স্থলে, বউ দেবো না ব'লে,  
বেশি কসাকসি ভাল নয় ,

( বিশেষ ) বউমাটি দিনেবেতে, কাঁদেন নাইতে খেতে,  
আহা ! বালিকা তার কত সয় !

তবে কিনা, ভাই, তুলে যখন কথা,  
দায়ে প'ড়ে একটু দিতে হচ্ছে বাথা,  
( তোমাব ) ব্যাভাব মনে হ'লে শবীৰটে যায় জ্ব'লে,  
ঝক্‌ঝক্‌ ক'রেছি মনে হয় ।

এসেছিল ছেলেব ছ'হাজাব সম্বন্ধ,  
নেহাৎ পোড়াবমুখো বিধাতাব নির্বন্ধ,  
নেশা খেয়ে কল্লেম এই বিয়ে পছন্দ  
গুৰুখুৰি ক'রেছি অতিশয় ;  
তোমার মতন জোঁচোর, বদ্‌মায়েস, বাটপাড়,  
দম্‌বাজ, এ ছনিয়ায় দেখিনিকো আর !

এত কথাবার্তা সবই ফক্কিকার,  
কুলের দোষের ওটা পরিচয় ।

আগে যদি জান্তেম এমনতর হবে,  
পাওয়া থোয়াব ঢকায় শূণ্য প'ড়ে যাবে,  
ক'রে যাই কি এমন আহ্নয়িকি তবে,  
ফে'লে ভাল কার্গা সমুদয় ?  
আগে জানলে পাবে, বেড়ে দেখে শুনে,  
নিতাম ফদেব মত কডায় গণ্ডায় গুণে,  
( এখন ) শঠেব পাল্লায় প'ড়ে পুড়ি মনাগুনে,  
কি ঘোর কলিব হ'য়েছে উদয় !

( তোমার ) খাটে পুড়ি দে'য়া, তোষক গদি ঝাটো,  
টেবিল, চেয়ার হাক্কা, তক্তাপোষটি ছোট,  
কলসী ঘটি ছ'টো, বেজায়-রকম ফুটো,  
'সেকেগুহাণ্ড' জিনিস সমুদয় ;  
বাঁধা ছ'কো ভাঙ্গা, শাল জোড়াটা রো'গো,  
আল্‌না, বাস্ক, ডেস্ক, সবি মড়া-খেকো,

এখানকার সমাজে বে'ব কবি নে লাজে  
পাছে কান-মলা খেতে হয় ।

এ সব ত' পবি নে ত'ক্বে যেমন তেমন,  
বাছাব চেন-হুড়াটি হয়'নি মনের মতন, '  
সাড়ে চৌদ্দ ভরি দিল্লার ফন্দে পবি',  
ওজনে এক ভরি কমতি হয় ,

( আব ) অন্তেই চাষের সেটিটি পেয়ে গেছে গয়া,  
ছিঁড়েছে মশারি, খাটের গেছে পায়া,  
( এমন ) চ'খের পদ্মা-শুণ্য বেহুদ বেহায়া,  
( আব ) তা'ছে কিনা, সন্দ সে বিষয় ।

গয়না দেখেই গিল্লোর অঙ্গ গেছে জ্বলে,  
একশ' ভূমির কথা স্বীকার হ'য়ে গেলে,  
বোল টাকা ভরির সোণা সবাই বলে,  
পিতল কি সে সোণা, চেনা দ্বায় ,  
সেই পিতলে আব্বাব আধাআধি খা'দ,  
ক'রে পৈলান ভরি দেড়ক বাদ,



চন্দ্রহাস ছড়াটা, নয়না ভায়ন-কাটা,  
কত বল, পুঁথি বেড়ে যায় ।

জীবন আঁটা কোথা ? ন তো মতি দয়া ।  
( এসব ) শিল্পিত জ্যোতি, বিদ্যায় শিল্পে ভাষা ?  
পয়সা নাই, না ক'রে মোঘর মায়া,  
( ও তব ) দিব নিমি কথা শুনে হয  
নগদে তেও বসে-গে'ন আঁচ ভাট,  
জান্দে ত'তিনটি মেনি দেখতে পাই,  
বিশ্বাস ক'রে তখন নাড়ায় এত নি, তাই—  
এমনি ক'রেই আশ্রয় দিত হয ।

কণ ১ ১ ৩ ১ ২ ৫ মোচন

বাপ্ বটান্ট দেখি সখা চোখের জল,  
মনে কদলেই ধাবা বহে অবিল,  
তবু হয় নি ক'র, মেয়েটিও বেশ,  
নাটক' লাভ-লজ্জা, সম-ভয় ।  
( আর ) তোমাব মত অষ্টাবক্র, হাযবে বিধি !  
তাবি কণা কতই হ'বে কপেব নিধি !

## স্বর্গীয়

রূপে গুণে সমা, লোকে বলে “এমা,  
এমন চাঁদেবো এমন পেত্নী হয় !”

( তোমাব ) মায়া-কান্নায় কিছু আসে যায় না আমার  
( আমি ) বেশ বুঝেছি তুমি ভদ্র-বেশী চামাব,  
বাইবে যত জাঁক-জমক জুতো, জামার  
কিন্তু তুমি অতি নীচাশয় ;  
বারণ ক’ত্তে চাই নে, যাও হে মেয়ে নিয়ে  
রেখে যেযো আবার খবচ-পত্র দিয়ে ;  
নইলে জেনো, চাঁদেব আবার দিবো বিয়ে,  
গুনে কান্ত অবাচ্ হ’য়ে বয় !

মলতান—একতালা

## বৈয়াকরণ দম্পতীর বিরহ

( পত্র )

কবে হবে তোমাতে আমাতে সন্ধি ;  
যাবে বিরহের ভোগ, হবে শুভ-যোগ,  
দ্বন্দ্ব সমাসে হইব বন্দী ।

তুমি গল ধাতু, আমি হে প্রত্যয়  
তোমাযোগে আমার সার্থকতা হয়,  
কবে, ‘স্রুতি, স্রুতঃ, স্রুষ্টির’ ঘুচে যাবে ভয়,  
হবে বর্তমানের ‘তিপ্, তস্, অস্তি’ !

আমি অবলা-কবিতা, তুমি অলঙ্কার,  
তোমা বিনে আমার কিসের অহঙ্কার,  
করিছে, অনঙ্গ, ছন্দোযতিভঙ্গ,  
এসে সংশোধনের করছে ফন্দি ।

কীর্তনের স্বর—অগদ একতারা

( উত্তর )

প্রিয়ে হ'য়ে আছি বিবহে হসন্ত,  
 শুধু আশখানা কোনমতে বধেছি জীবন্ত ।  
 কি কব ধাতুব ভোগ, নানা উপসর্গ বোগ,  
 জীবনে কি লাগায়েছে বিসর্গ অনন্ত ।  
 প্রেয়সী প্রতি তুমি, প্রত্যয়েব লীলাভূমি,  
 তোমা বিনে কে আমাবে ব্যাকরণে মান্ত ?  
 অধ্যয়ন উঠেছে চাপ্পে, বেতে যখন নিদ্রাভাপ্পে,  
 লপ্ত “অ”কাবের মত ম'বে থাকি জ্যান্ত ।  
 এ যে, সন্ধি-বিচ্ছেদেব বাজ্য, কবে হব কর্তৃবাচ্য,  
 বিবহ অসমাপিকা ক্রিয়া পাই নে অন্ত ।  
 প্রিয়ে, তুমি আছ কুত্র, খেয়েছি সব গুল সূত্র  
 পেয়ে তোমাব প্রেমপত্র, কচ্ছি “হা হা হন্ত” ।

কালেংডা—কাওয়ালী

## কিছু হ'ল না

আমি পার হ'তে চাই, ওরা আমায় দেয় না

পারের কড়ি ;

আমি বলি লিখ, ওরা দেয় না হাতে খড়ি ;

কিছু হ'ল না !

ওরা খায় ক্ষীবনবনৌ, আমি বল্কা দুধ,

আমি কবি তেজাবতি, ওরা খায় সুদ ;

কিছু হ'ল না ।

আমার গাছে ফল ধবে, ওরা সব খায় পেড়ে,

আমি একটি হাতে ক'ল্লেই, এসে নিয়ে যায় কেড়ে

কিছু হ'ল না ।

আমি, আনি বাজার ক'বে, ওরা খায় রেঁধে,

ওরা কবে রং-তামাসা, আমি মরি কেঁদে ;

কিছু হ'ল না ।

আমি নোকা বাঁধি ওরা বাহার দিয়ে চড়ে,

আমি করি কড়ার হিসাব, ওরা ধরে গড়ে ;

কিছু হ'ল না ।

## স্বাৰ্গীয়

হরি ভ'জ্ব ব'লে নয়ন সুদি, ওবা সবাই হাসে,  
আমি চাই নিরালা, ওরা কাছে ব'সে কাসে ;  
কিছু হ'ল না ।

আমি যদি প্রদীপ জ্বালি, ওবা মারে ফুঁ,  
আমার যা'তে 'না, না,' ওদেব তা'তে 'ভ' ;  
কিছু হ'ল না ।

আমি আনি মাছ মাংস, ওরা মাবে ছেঁা,  
আমি বলি বুঝে দেখ, ওরা ধবে গৌঁ ;  
কিছু হ'ল না ।

আমি করি ফুলের বাগান, ওবা তোলে ফুল,  
আমি কিনি পাকা সোনা, ওরা পরে ছল ,  
কিছু হ'ল না ।

আমি বলি 'সময় গেল', ওরা বলে 'আছে',  
( আমি ) কাপড় কিনে দিই, ওরা গ্যাংটো হ'য়ে নাচে  
কিছু হ'ল না !

## বাৰ্চী

আমি বলি 'বাপু', 'সোনা' ওবা মাৰে চড,  
আমি চাই কিব কিবে বাঁতাস, ওৱা বহায় ঝড়।  
কিছু হ'ল না।

আমাৰ যাত্ৰাৰ সময়, ওবা ধোবা নাপিত ডাকে,  
( আমি ) কাণা কডি দাম বলি, ওবা লক্ষ টাকা হাঁকে ;  
কিছু হ'ল না।

তোমাৰ দশমাকুৰে মিলে, আমাৰ কব একটা সালিশ ;  
কোন ভজুৰেব জবিস'ড্ৰিন্সন, কোথায় ক'বৰ নালিশ ;  
কিছু বুঝি নে।

'কম্পেনসেসন', 'চিটি' কিবা, হবে স্বত্বেৰ মামলা  
কোন আইনে কি বলে, ভাট, বড বড সামলা !  
আমাৰ ব'লে দাঁও।

কত বাবে বৎসৰ গেল, হ'ল বুঝি তামাদি  
কান্ত বলে বিচাৰ হ'ব, হ'লে পৰে সমাধি .  
কিছু ভেব' না।

মিশ্ৰ বিভাগ—কাওয়ালী

## বিদায়

আর আমি থাকুবো নারে, তল্‌পী তোল :

সয় কি ভাই, দিবানিশি গগুগোল ?

খেয়ে বামুনের রান্না, ভাই আমার আসে কান্না,

তবু পাক-ঘরে যায় না, গিল্লীর আগুন ছুঁলেই গোল ;

( আবার ) ডালের সঙ্গে জল মেশে না,

বেগুনপোড়া, নিমপটোল ।

( হায় ছুঁবেলা )

প'ড়েছি কি পাপফেরে, গিল্লিটি যে আবদে'রে,

'কাপড় দে, গয়না দে'রো' করমাসেতে হই পাগল ;

'পারি নে' ব'লে চ'ল্লেন বাপের বাড়ী,

ঘুরিয়ে স্বর্ণ-নথ স্মগোল ।

( মুখের কাছে )

গৃহ-দেবতার আদেশে, যদি বা দুঃখ ক্রেশে,

সোনা দেই সর্ব্বনেশে কস্মকারের নানান্‌ ভো'ল ;

মজুরি ষোল আনাই ; বাজার যাচাই

ক'রে দেখি সব পিতল !



ধৈর্য্য আর ক'দিন টেকে ? সাদা রং বজায় রেখে,  
গোয়ালা মনের সুখে, জল ঢেলে ছুঁ করে ঘোল ;  
করে নিত্য গুরুদেবের কিরে,

( আবার ) আদায় করে সুদ আসল !

( হিসেব ক'বে । )

কাপুড়ে সাল্লা দফা, দামের নাই আপোষ রফা,  
টাকায় টাকা মুনাকা, মুখে বলেন “হবি বোল্” ;

( আবার ) সাঁচ্চা বুটা যায় না বোঝা,

হায়রে কি বজ্‌নিশ নকল ।

( কার সাধা চিনে ? )

ধোপা তিরিশ খান দরে, কাপড় দেয় ছ'মাস পরে,  
ভদ্রতা কেমন ক'বে রাখ'ল, ভাবি তাই কেবল,

( আবার ) নাপ্তে নবীন, বয়ে ছ'দিন,

দেখা দিয়ে করেন প্রাণ শীতল ।

কি সখ্য ঝি-চাকবে, ডা'নে বাঁয়ে চুরি করে,  
তাই আবার ব'লে পরে, বাজায় অপঘণের ঢোল ;

( আবার ) চৌকিদারী কি ঝক্‌মারি,

না দিলে কয় 'ঘটা তোল ।'

( নবাবের বেটা । )

## বাঁচ

ছোলেদেব জ্যাঠামিটে, দেখলে দেই কড়া-মিঠে,  
পড়েছে কড়া পিটে তথাপি বেজায় বিটোল ;  
( আবার ) পিঁউলি পবা, পাননা বাবা,  
ওবা খাবেন কই-কাতোল ।

( মব বাঁচ )

সবাই নিজেরটি বোঝে, যা' পায় তাই ট্যাঁকে গোঁজে-  
শুধু পরের খরচে পবেব মাথায় ঢালে ঘোল ;  
কান্ত বলে, সবাই মিলে একবার কৃষ্ণানন্দে হবি বোল  
( ছ'বাত্ত তুলে )

বাউলের স্বর—গড থেম্‌ট।

# বানী পরিশিষ্ট মাতৈঃ

আব, কিসেব শঙ্কা, বাজাও ডঙ্কা, প্রেমেরি গঙ্গা বো'ক্  
মায়েবি বাজো, মায়েবি কার্যো, ফুটেছে আজ যে চোখ্  
মা যে, বাজাব কল্যা, জগত-মায়া, ধনে ও ধাতো ভবা,  
অমৃতস্নিগ্ধ, মায়েবি দুগ্ধ, পানে মুগ্ধ ধবা :  
মায়েবি বাজো, মায়েবি কার্যো ছুটেছে আজ যে লোক,  
একই লক্ষ্য, প্রীতি, সখা, প্রাণেবি ঐক্য হো'ক্ ।  
হও, কর্মে বীব, বাকো ধীব, মনে গভীর ভাব ;  
সে অপদার্থ, যে পরমার্থ ভাবে স্বার্থ-লাভ :  
মায়েবি রাজ্যো, মায়েবি কার্যো, ঘুচেছে আজ যে শোক  
হবে সমৃদ্ধি, শক্তিবৃদ্ধি, ছে'ড়না সিদ্ধি-যোগ !

কীর্তন ভাঙ্গা স্বর—গড খেমটা

## বঙ্গ-বিভাগ

এমন সোণার বাংলা ভাগ ক'রে ভাই  
ক'ল্লেরে ছ'খান্ ।

এত ঝগড়াঝাটি, কান্নাকাটিরে,—

সবই বিফল হ'ল গল্লে না পাষণ ।

এদের একই ভাষা, একই বীতি নীতি,  
একই রুচি, একই স্বভাব, প্রাণে এক প্রীতি ;  
এরা একই ঘরে বসত করে রে,—

এদের পরস্পরের দুঃখ সুখ সমান ।

ছ' সীমানা কল্লে কি হবে ?

হাত বাঁধিব, পা বাঁধিব, মন বাঁধিব কে ?

আমরা একই ছিলাম একই আছি,—

ওকে, উড়িয়ে দিতে পারে প্রাণেব টান্ ?

জ্ঞানী লোকে দে'খে বুঝে লয় ।

যে মেঘেতে বজ্র থাকে, তাতেই বৃষ্টি হয় ;

দেখ নিরেট মন্দ নাই এ সংসারে,—

অতি মন্দ যেটা, সেটাও সুবিধান ।

মূলতান—জলদ একতাল ।

সদা দয়াল দয়াল ব'লে—স্বর ।

## উদ্বোধন

( কাশী সঙ্গীত সমিতির জন্ত রচিত )

ঐ অন্নভেদি-ধবলশৃঙ্গে ফুটায়ে পদ্মবাগ,—

তাতে চবণযুগল বাখ ।

ওহ সুষমা চাহিনা,—ভৌম ভৈববী-রূপে জাগ্,

অঙ্গে বিভ্রতি মাখ্, ভৈবব ববে ডাক্,

ঐ হিমগিবি বে'টে যাক্ ।

আব, চাহিনা সুবজ্, বীণ দীপক-তন্ত্রী-হীন,

সঙ্গীত্ গৃহ ক্ষীণ, চাহিনা,—নাহি সে দিন

চাহিনা ললিত, আশা, বসন্ত, চাহিনা নট, বেতাগ ;

ধব ভৈবববাগ, বিশ্ব হয়ে অবাক্,

চমকি' ফিবিয়া চাক্ ।

সেই মন্ত্র তীব্র গান, গবলদিঙ্ক বান,

বি ধ্বে অবশ প্রাণ, হবে স্তম্ভিত অবমান

কোটি শৃঙ্গ অধীর বঙ্গে বোধন গীতি গাক্ ;

নতন জীবন পাক্, সিঙ্কু, তটিনী লাখ্,

পল্লী, বন, তভাগ !

“কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে” —স্বর

## বিচার !

কেমন বিচার ক'চ্ছে গোবা !  
 হাঁটতে শিথিয়ে, লাঠিব গুঁতোয়  
 কচ্ছে পা ভেঙ্গে খোঁড়া !  
 ব'লতে শিথিয়ে, পা'কড়ে, দিচ্ছে  
 গলায় গামছা-মোড়া  
 শ্বখ দিয়ে ভাই, হাসিব বেলায়  
 মাচ্ছেবে পিঠে কোড়া !  
 দিল্লীর লাড্ডু খাইয়ে, সামনে  
 ধ'বেছে বে কচুপোড়া ;  
 গরীব বানিয়ে, দূর হ'তে ভাই  
 দেখায় টাকার তোড়া !  
 খাইয়ে দাইয়ে নাহুস্ মুহুস্  
 ক'বে বুকে মাবে ছোবা ;  
 চক্ষু ফুটিয়ে, আধারে বসায়,  
 এমনি অভাগা মোরা !  
 কাস্ত বলিছে, তায় বিচাবেব  
 পুরো অবতাব ওরা ;  
 ছোমরা মোটেই মান্ না, আমি তো  
 ব'লছিঁরে আগাগোড়া ;

মিশ্র গৌরী—জলদ একতারা

## উদ্দীপনা

তোৰা আয়বে ছু'টে আয় ,  
 যুমেব মা আজ জে'গে উ'ঠে ছেলে দেখ'তে চায় !  
 সৰা' ফল বেলেব পাতা, নোয়া' সাত কোটি মাখা,  
 প্ৰাণেব ভক্তি, দেহেৰ শক্তি, ঢাল'ৰে মাঘেব পায় ।  
 মা মে ভাই ঢেব কেঁদেছে, কেঁদে কেঁদে বুক বেঁধেছে,  
 আঁখিব কোণে আজকে একটু হাসিব রেখা ভায় ।  
 এমন দিন আব কি পাবি ? হেলা ক'বে তাই হাবাবি ?  
 থাক্ প'ড়ে সব ছোট স্বার্থ, যোগ যে ব'য়ে যায় ।  
 বল “জয় গুৰুৰী, জয় বাজবাজেশ্বৰী !”  
 দীনচুখিনী ভিখাবিণী কে'লে আজ মায় ?  
 ছোট বড কেউ ঞেকোনা পিছু থেকে কেউ ডেকোনা,  
 “জয়মা !” ব'লে সাত কোটি মূৰ উঠুক মেঘেব গায় ।

৭৪ । ৭—গড় খেমটা

## হুকুম

ফুলাব কল্ল হুকুম জাবি,—

মা ব'লে যে ডাকবে রে তাব শাস্তি হবে ভাবি ।

মা ব'লে ভাই ডাকলে মাকে ধ'রবে টিপে গলা ?

তবে কি ভাই বাঙ্গলা হ'তে উঠবে রে মা বলা ?

যে দিয়েছে এমন হুকুম মা কবে নাই তারি ?

তাব মাকে কি ডাকে না সে ? দোষ শুধু বাঙ্গলাবি ?

মা বলা যে পাপেব কার্য্য শুনি নি ত' কতু !

মা বলা, যে বন্ধ কবে সেই বা কেমন প্রভু ?

বিচার ক'ব হে ভগবান্ দীনেব দুঃখহাবি !

তুমিই বল, মা'ল্লৈ কি আর মা ডাক ছাড়তে পাবি ?

বন্দে মাতরম্ ত' শুধু মায়েব বন্দনাই,

এতে তো ভাই সিডিসনের নাম কি গন্ধ নাই ;

তবে কেন তা' নিয়ে ভাই এত মারামারি ?

হাজার মার, মা বলা ভাই কেমন ক'রে ছাড়ি ?

বাগিণী জংলা—তাল খেমটা



## শেষ কথা

বিধাতা আপনি এসে পথ দেখা'লে  
 তাই কি তোরা ভুলবি ?  
 বিধাতা আপনি এসে জাগিয়ে দিলে,  
 তাও কি ঘুমে ঢুলবি ?  
 বিধাতা, ওদেব দোকান বন্ধ ক'লে,  
 তোরা কি তাই খুলবি ?  
 বিধাতা সোনার মাটী দেখিয়ে দিলে,  
 তাও কি শূন্যে বুলবি ?  
 বিধাতা পণ ক'বা আজ শিথিয়ে দিলে,  
 তবু কি ভাই ছুলবি ?  
 বিধাতা মনের কথা চা'প্তে ব'লে  
 তাও খুঁচিয়ে তুলবি ?  
 বিধাতা এত মানা ক'চ্ছে, তবু  
 দুখে তেঁতুল গুলবি ?  
 বিধাতা ধান দিয়েছে, উপোষ থেকে  
 পথে পথে বুলবি ?

কীর্তন ভাঙ্গা স্বর - গড় খেমটা

---

গুৰুলাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স এর পক্ষ  
প্রকাশক ও মুদ্রাকর- শ্রীমোহনলাল ভট্টাচার্য, ভাবভূষণ প্রিন্টিং, এলাহাবাদ,  
২০৩১১১, কৰ্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা- ৬

---









